তাহারা সন্তানদেরকে হেফজ অথবা নাজেরা পড়ানো হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয় আর গোনাহের বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপে, এইরূপ করা ক্ষয়রোগের চিকিৎসা প্রাণনাশক বিষ দ্বারা নয় তো আর কি। 'মকতবের মিয়াজী খুব খারাপভাবে পড়াইতেন এইজন্য কুরআন শিক্ষা হইতে জোরপূর্বক সরাইয়াছি' আপনার এই জবাব আল্লাহ পাকের মহান আদালতে কতটুকু ওজন রাখে নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন। বানিয়ার দোকান চালাইবার জন্য কিংবা ইংরেজের চাকরি করিবার জন্য ভগ্নাংশের অংক শিক্ষা করা গুরুত্ব রাখে অথচ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল কুরআন শিক্ষা।

(৪) মধুর সুরে তেলাওয়াত কর। যেমন পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) উহার অর্থের প্রতি চিন্তা কর। ইমাম গাযযালী (রহঃ) তাহার ইয়াহয়াউল উলূম কিতাবে তাওরাত হইতে নকল করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, হে বান্দা! তোমার কি আমাকে লজ্জা হয় না? রাস্তায় চলিতে চলিতে তোমার নিকট কোন বন্ধুর পত্র পৌছিলে তৎক্ষণাৎ তুমি থামিয়া যাও ; পথের পাশে বসিয়া গভীরভাবে পড়িতে থাক। এক একটি শব্দের উপর চিন্তা-ফিকির কর। আর আমার কিতাব তোমার নিকট পৌছে, উহাতে আমি সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বার বার উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে তুমি উহার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করিতে পার। অথচ তুমি উহাকে বেপরওয়াভাবে উড়াইয়া দাও। তবে কি আমি তোমার নিকট তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়া গেলাম? হে আমার বান্দা! তোমার কোন বন্ধু যখন তোমার সহিত বসিয়া কথা বলে, তখন তুমি আপাদমস্তক সেই দিকে মগ্ন হইয়া যাও। কান পাতিয়া শুন, গভীরভাবে চিন্তা কর। কথার মাঝখানে অন্য কেহ কথা বলিতে চাহিলে ইশারায় তাহাকে থামাইয়া দাও ; কথা বলিতে নিষেধ কর। আমি তোমার সহিত আমার কালামের মাধ্যমে কথা বলি অথচ তুমি একটুও ভ্রূক্ষেপ কর না। তবে কি আমি তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট? কুরআনে চিন্তা-ফিকির সম্পর্কিত আলোচনা কিছুটা ভূমিকায় আর কিছুটা ৮নং হাদীসে করা হইয়াছে।

(৬) কুরআনের বদলা দুনিয়াতে চাহিও না। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত করিয়া কোন বিনিময় গ্রহণ করিও না। কেননা, আখেরাতে উহার জন্য অনেক বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দুনিয়াতে উহার বদলা গ্রহণ করা হইলে এমনি হইল যেমন কেহ টাকার পরিবর্তে কড়ির

উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, 'যখন আমার উম্মত দীনার ও দিরহামকে বড় জিনিস মনে করিতে লাগিবে তখন তাহাদের দিল হইতে দ্বীনের বড়ত্ব বাহির হইয়া যাইবে। আর যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ছাড়িয়া দিবে তখন ওহীর বরকত অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে।' হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই অবস্থা হইতে হেফাজত করুন।

(۲۸) عَنْ وَاثِلَةَ رض رَفَعَهُ أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرٰةِ السَّبْعَ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُوْرِ الْمِئِيْنَ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْاِنْجِيْلِ الْمَثَانِيَ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. (لاحمد والكبير كذا فى جمع الفوائد)

واثلہ رض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلہ میں سبع طُوَل ملی ہیں اور زبور کے بدلہ میں مِئِین اور انجیل کے بدلہ میں مَثانی اور مُفَصَّل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔

(২৮) হযরত ওয়াসেলা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে সাতটি তিওয়াল দেওয়া হইয়াছে, যবূর এর পরিবর্তে মিঈন এবং ইঞ্জীলের পরিবর্তে মাছানী দেওয়া হইয়াছে। আর মুফাসসাল আমাকে অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। (জামউল-ফাওয়ায়িদ ঃ আহমদ, কবীর)

কালামে পাকের প্রথম সাতটি সূরাকে তিওয়াল বলা হয়। উহার পরবর্তী এগারটি সূরাকে মিঈন বলা হয়। অতঃপর বিশটি সূরার নাম মাছানী। অতঃপর শেষ পর্যন্ত সূরাগুলির নাম মুফাসসাল। ইহাই প্রসিদ্ধ অভিমত। অবশ্য কোন কোন সূরা সম্পর্কে এরূপ মতভেদও রহিয়াছে যে, উহা কি তিওয়ালের অন্তর্ভুক্ত না মিঈনের অন্তর্ভুক্ত, এমনিভাবে মাছানীর অন্তর্ভুক্ত না মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই মতভেদের দরুন হাদীসের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা দিবে না। হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, পূর্বের সমস্ত প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবের দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে আছে। তদুপরি মুফাসসাল সূরাগুলি অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে যাহার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নাই।

(۲۹) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْىِ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ

ابو سعید خدری رض کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی

عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ
رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا
كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا نَسْتَمِعُ إِلَى
كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِيْ جَعَلَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ أُمِرْتُ
أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ
وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهٖ فِيْنَا ثُمَّ
قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ
وُجُوْهُهُمْ لَهٗ فَقَالَ أَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ
صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ
أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ
وَذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ.

(رواه ابو داؤد)

اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف
پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے
قریب کھڑے ہوگئے۔ حضورؐ کے آنے پر
قاری چپ ہوگیا تو حضورؐ نے سلام کیا اور
پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے
ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔
حضورؐ نے فرمایا کہ تمام تعریف اُس اللہ
کے لئے ہے جس نے میری اُمت میں ایسے
لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے
کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضورؐ ہمارے
بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں
کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔
اس کے بعد سب کو حلقہ کرکے بیٹھنے کا حکم
فرمایا۔ سب حضورؐ کی طرف منہ کرکے بیٹھ
گئے تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء
مہاجرین تمہیں مژدہ ہو، قیامت کے دن نور کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے
آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور یہ آدھا دن پانسو برس کی برابر ہوگا۔

(২৯) হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমি গরীব মুহাজেরদের জামাআতের সহিত বসিয়া ছিলাম। তাহাদের নিকট এই পরিমাণ কাপড়ও ছিল না যাহা দ্বারা পুরা শরীর ঢাকিতে পারেন। একজন আরেকজনের আড়াল গ্রহণ করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তশরীফ আনিলেন এবং একেবারে আমাদের নিকটে দাঁড়াইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে তেলাওয়াতকারী চুপ হইয়া গেলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম

করিলেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহর কালাম শুনিতেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট আমাকে বসিবার হুকুম করা হইয়াছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসিলেন যেন আমরা সকলেই সমান দূরত্বে থাকি ; কাহারও নিকটেও নয় আবার কাহারও নিকট হইতে দূরেও নয়। অতঃপর আমাদেরকে গোলাকার হইয়া বসিতে বলিলেন। সকলেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে গরীব মুহাজেরীন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। কিয়ামতের দিন তোমরা পরিপূর্ণ নূরপ্রাপ্ত হইবে এবং তোমরা ধনীদের হইতে অর্ধ দিন আগে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর এই অর্ধ দিন পাঁচশত বছরের সমান হইবে। (আবূ দাউদ)

বস্ত্রহীন শরীর দ্বারা বাহ্যত ছতরের স্থান ব্যতীত শরীরের বাকি অংশকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ ছতরের স্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশ খোলা থাকার কারণেও মজলিসে সংকোচবোধ হইয়া থাকে। এই জন্যই একে অপরের পিছনে বসিয়াছিলেন যাহাতে শরীর নজরে না পড়ে। প্রথমতঃ তাহারা কুরআন শরীফের প্রতি মগ্নতার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে টের পান নাই। কিন্তু যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারেই নিকটে আসিয়া গেলেন তখন টের পাইলেন এবং আদবের কারণে তেলাওয়াতকারী খামোশ হইয়া গেলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু খুশি প্রকাশ করার জন্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; নতুবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তেলাওয়াতকারীকে তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াই ছিলেন।

আখেরাতের এক দিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান হইবে—কুরআন শরীফে এরশাদ হইয়াছে— وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদিগারের নিকট একদিন তোমাদের এখানের গণনা অনুযায়ী হাজার বছরের সমান। (সূরা হজ্জ, আয়াত ঃ ৪৭)

সম্ভবতঃ এই কারণেই যেখানে কিয়ামতের কথা আসে সেখানে 'গাদান' শব্দ ব্যবহৃত হয় যাহার অর্থ আগামীকাল। কিন্তু এই হিসাব সাধারণ মুমিনদের জন্য নতুবা কাফেরদের জন্য বলা হইয়াছে যে, এমন

দিন যাহা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে। আবার খাছ মুমিনদের জন্য তাহাদের অবস্থা অনুপাতে সেই দিনের পরিমাণ আরও কম মনে হইতে থাকিবে। যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন কোন মোমেনের জন্য ফজরের দুই রাকাআতের সমান মনে হইবে।

অসংখ্য রেওয়ায়াতে কুরআন শরীফ পড়ার ফযীলত আসিয়াছে, আবার বহু রেওয়ায়াতে কুরআন শুনারও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হইবে যে, স্বয়ং সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ মজলিসে বসার হুকুম করা হইয়াছে। কোন কোন আলেম ফতওয়া দিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ পড়ার চেয়ে শ্রবণ করা বেশী উত্তম। কারণ, কুরআন শরীফ পড়া নফল কিন্তু শুনা ফরয। আর ফরযের মর্যাদা নফলের চাইতে বেশী হইয়া থাকে। এই হাদীসের দ্বারা একটি মাসআলার সমাধান হইয়া যায়, যে বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করিয়াছেন। তাহা এই যে, এমন দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি যে নিজের অভাব অনটনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া ধৈর্য ধারণ করে সে উত্তম, নাকি ঐ শোকর–গুজার ধনী ব্যক্তি যে মালের হক আদায় করে সে উত্তম। এই হাদীস দ্বারা ধৈর্যশীল দরিদ্র লোকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

(৩০) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُّضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ابُوہریرہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سُنے اس کے لئے دوچند نیکی لکھی جاتی ہے اور جو تلاوت کرے اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا۔

(رواہ احمد عن عبادۃ بن میسرۃ واختلف فی توثیقہ عن الحسن عن ابی ہریرۃ والجمہور علی ان الحسن لم یسمع عن ابی ہریرۃ)

(৩০) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাকের একটি আয়াত শুনে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করে তাহার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হইবে। (আহমদ)

মোহাদ্দেসগণ সনদের দিক হইতে যদিও এই হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু এই হাদীসের বিষয়বস্তু অনেক রেওয়ায়াত দ্বারা

সমর্থিত। অর্থাৎ কালামে পাক শোনাও যথেষ্ট সওয়াব রাখে। এমন কি কেহ কেহ কুরআন শ্রবণ করাকে পড়া অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছেন। ইবনে মসউদ (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে বসিয়াছিলেন, এরশাদ করিলেন, আমাকে কুরআন শরীফ শুনাও। আমি আরজ করিলাম স্বয়ং হুযূরের উপরেই তো কুরআন নাযিল হইয়াছে ; হুযূরকে কি শুনাইব? এরশাদ হইল, আমার শুনিতে মন চায়। অতঃপর আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। একবার হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সালেম (রাযিঃ) কালামে পাক পড়িতেছিলেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া শুনিতে থাকিলেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ)এর কুরআন শরীফ পড়া শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক প্রশংসা করেন।

(৩১) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ۔

عُقبہ بن عامرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔

(رواہ الترمذی وابوداؤد والنسائی والحاکم وقال علی شرط البخاری)

(৩১) হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শব্দ করিয়া কুরআন তেলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে ছদকা করনেওয়ালার সমতুল্য। আর আস্তে তেলাওয়াতকারী গোপনে ছদকা করনেওয়ালার সমতুল্য।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাকিম)

কোন কোন সময় ছদকা প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম যখন অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য হয় কিংবা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্য থাকে। আবার কোন সময় গোপনে ছদকা করা উত্তম হয় যখন রিয়া বা লোক দেখানোর আশংকা হয় অথবা কাহারও অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনিভাবে কোন কোন সময় কুরআন শরীফ উচ্চ আওয়াজে পড়া উত্তম যখন উহার দ্বারা অন্য লোক উৎসাহিত হয়। ইহাতে অন্যদেরও শুনিবার সওয়াব হয়। আবার কখনও আস্তে পড়া উত্তম যখন অন্য লোকের কষ্ট

হয় বা রিয়ার আশঙ্কা হয়। এই জন্য জোরে এবং আস্তে উভয়ভাবে পড়ার ভিন্ন ভিন্ন ফযীলতও আসিয়াছে। কখনও উচ্চ আওয়াজে পড়া যুক্তিসঙ্গত, কখনও আস্তে পড়া উত্তম। অনেকে গোপনে ছদকার হাদীস দ্বারা আস্তে পড়াকে উত্তম বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) 'কিতাবুশ শুআবে' হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন (কিন্তু এই রেওয়ায়াত মুহাদ্দিসীনের নিয়ম অনুযায়ী দুর্বল), গোপনে আমল করা প্রকাশ্যে আমল করা অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী সওয়াব রাখে। হযরত জাবের (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, জোরে শব্দ করিয়া এমনভাবে পড়িও না যে, একজনের আওয়াজ অন্যজনের আওয়াজের সহিত মিলিয় যায়।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) মসজিদে নববীতে এক ব্যক্তিকে জোরে কুরআন তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। তেলাওয়াতকারী কিছুটা তর্ক করিতে চাহিলে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলিলেন, যদি আল্লাহর ওয়াস্তে পড় তবে আস্তে পড়। আর যদি মানুষের জন্য পড় তবে উহা বৃথা।

এমনিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে জোরে পড়ার রেওয়ায়াতও বর্ণিত আছে। 'শরহে এহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে উভয় প্রকার রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

(٣٢) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُّشَفَّعٌ وَّمَاحِلٌ مُّصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ اَمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَطَهُ اِلَى النَّارِ.
(رواه ابن حبان والحاكم مطولا وصححه)

جابرؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے اور جو اس کو پس پشت ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔

(৩২) হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে পাক এমন সুপারিশকারী যাহার সুপারিশ কবূল করা হইয়াছে এবং এমন বিতর্ককারী যাহার বিতর্ক মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে সম্মুখে রাখে তাহাকে সে জান্নাতের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। আর যে উহাকে পিছনে ফেলে সে তাহাকে

জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। (ইবনে হিব্বান, হাকিম)

অর্থাৎ কুরআনে পাক যাহার জন্য সুপারিশ করিবে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উহা কবূল, আর যাহার সম্পর্কে সে বিতর্ক করিবে উহাও গ্রহণ করা হইবে। কুরআন পাকের বিতর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৮নং হাদীসের ব্যাখ্যায় করা হইয়াছে যে, কুরআনে পাক তাহার হক আদায়কারীদের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য আল্লাহর দরবারে বির্তক করিবে। আর যাহারা তাহার হক নষ্ট করিয়াছে তাহাদেরকে বলিবে, তুমি আমার হক আদায় কর নাই কেন? যে ব্যক্তি উহাকে নিজের নিকট রাখিবে অর্থাৎ উহার অনুসরণ আনুগত্যকে জীবনের নীতি বানাইয়া লয়, সে তাহাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি উহাকে পিছনে রাখিয়া দেয় অর্থাৎ উহার অনুসরণ করে না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। বান্দার (অর্থাৎ লেখকের) মতে কুরআন পাকের প্রতি উদাসীনতা এই হুকূমের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে কুরআনের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনের ব্যাপারে ধমকি আসিয়াছে।

বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসে যাহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছুসংখ্যক লোকের গুনাহের শাস্তি প্রদানের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে, উহাতে এক ব্যক্তির অবস্থা এমন দেখানো হইয়াছিল যে, তাহার মাথায় একটি পাথর এমন জোরে নিক্ষেপ করা হইতেছিল যে, তাহার মস্তক, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে তাঁহার কালাম শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু সে না রাত্রে উহার তেলাওয়াত করিয়াছে আর না দিনে উহার উপর আমল করিয়াছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানী দ্বারা স্বীয় আজাব হইতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। প্রকৃতপক্ষে কালামে পাক এত বড় নেয়ামত যে, উহার প্রতি অবহেলার কারণে যে কোন কঠিন শাস্তিই দেওয়া হউক উহা যথাযথই হইবে।

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصِّيَامُ وَ الْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ

عبداللہ بن عمروؓ حضورؐ سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لئے شفاعت کرتے ہیں روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے

رَبِّ اِنِّیْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فِی النَّهَارِ فَشَفِّعْنِیْ فِیْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِیْ فِیْهِ فَيُشَفَّعَانِ ۔

(رواه احمد وابن ابی الدنيا والطبرانی فی الکبير والحاکم وقال صحيح علی ماشرط مسلم)

پینے سے روکے رکھا میری شفاعت قبول کیجئے اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا میری شفاعت قبول کیجئے پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے ۔

(৩৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রোযা এবং কুরআন উভয়েই বান্দার জন্য সুপারিশ করে। রোযা আরজ করে, হে আল্লাহ! আমি তাহাকে দিনের বেলা খাওয়া ও পান করা হইতে বিরত রাখিয়াছি, আপনি আমার সুপারিশ কবূল করুন। কুরআন শরীফ বলে, হে আল্লাহ! আমি তাহাকে রাত্রে ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি, আমার সুপারিশ কবূল করুন। সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবূল করা হয়। (আহমদ, তাবারানী)

তারগীব নামক কিতাবে 'খাওয়া ও পান করা' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। উপরে উহার তরজমা করা হইল। হাকেম নামক কিতাবে 'পান করা' শব্দের জায়গায় 'শাহওয়াত' শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমি রোযাদারকে দিনের বেলা নফসের খাহেশ হইতে বিরত রাখিয়াছি। উহাতে ইশারা হইল যে, রোযাদারকে নফসের খাহেশ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে ; এমনকি যদি উহা বৈধও হয়। যেমন স্ত্রীকে আদর ও আলিঙ্গন করা ইত্যাদি। কোন কোন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, কালামে পাক যুবকের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিবে এবং বলিবে আমি ঐ ব্যক্তি, যে তোমাকে রাত্রে জাগ্রত রাখিয়াছে আর দিনে পিপাসিত রাখিয়াছে।

উপরোক্ত হাদীসে এই দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, কুরআন হেফজ করিলে রাত্রে উহাকে নফল নামাযে তেলাওয়াত করিতে হইবে। ২৭ নং হাদীসে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। স্বয়ং কালামে পাকেও বিভিন্ন আয়াতে রাত্রে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۔

অর্থাৎ, 'আর রাত্রে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন যাহা আপনাকে অতিরিক্ত দেওয়া হইল।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭৯)

আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۔

অর্থাৎ, 'রাত্রে আপনি নামায পড়ুন এবং রাত্রে অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ–তাহলীল পড়িতে থাকুন।' (সূরা দাহ্‌র, আয়াত ঃ ২৬) আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۔

অর্থাৎ, 'রাত্রে তাহারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সেজদায় পড়িয়া থাকে।' (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১১৩) আরও এরশাদ হইয়াছে— وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۔

অর্থাৎ 'যাহারা সেজদা ও দাঁড়ানো অবস্থায় আপন মাওলার সম্মুখে রাত্র কাটাইয়া দেয়।' (সূরা ফোরকান, আয়াত ঃ ৬৪)

যেমন, কোন কোন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের তেলাওয়াত করিতে করিতে সারারাত্র কাটিয়া যাইত। হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন সময় তিনি বেতেরের এক রাকাআতে সমস্ত কুরআন শরীফ খতম করিয়া ফেলিতেন। এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ)ও এক রাত্রে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়িয়া ফেলিতেন। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে দুই রাকাআতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করেন। হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) রাত্র–দিনে এক খতম কুরআন শরীফ পড়িতেন। এমনিভাবে হযরত আবূ হাররাহ (রহঃ)ও করিতেন। আবূ শায়েখ হোনায়ী (রহঃ) বলেন, আমি এক রাত্রে পুরা কুরআন শরীফ দুইবার খতম করিয়া আরও দশ পারা পড়িয়াছি। যদি চাইতাম তবে তৃতীয় খতমও পুরা করিতে পারিতাম। সালেহ ইবনে কায়সান (রহঃ) যখন হজ্জে গমন করিয়াছিলেন তখন রাস্তায় প্রায় এক রাত্রে দুই বার কুরআন শরীফ খতম করিতেন।

মনসূর ইবনে যাযান (রহঃ) চাশতের নামাযে এক খতম এবং জোহর হইতে আসর পর্যন্ত আরেক খতম করিতেন এবং সমস্ত রাত্র নফল নামাযে কাটাইয়া দিতেন। তিনি এত কাঁদিতেন যে, পাগড়ীর শামলা ভিজিয়া যাইত। অনুরূপভাবে অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিতেন। মুহাম্মদ ইবনে নসর (রহঃ) তাহার 'কিয়ামুল লাইল' নামক কিতাবে বহু ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে লিখিত আছে, কুরআন শরীফ খতম করার ব্যাপারে পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের অভ্যাস বিভিন্ন রকম ছিল। কেহ কেহ রোজানা এক খতম করিতেন, যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযানের বাহিরে প্রতিদিন এক খতম করিতেন এবং কেহ কেহ প্রতিদিন দুই খতম করিতেন, যেমন স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযানে প্রতিদিন দুই খতম পড়িতেন। হযরত আসওয়াদ (রহঃ), হযরত সালেহ ইবনে কায়সান (রহঃ) এবং হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) প্রমুখ বুযুর্গেরও এইরূপ আমল ছিল। কাহারও কাহারও রোজানা তিন খতম পড়ার অভ্যাস ছিল। যেমন হযরত সুলাইম ইবনে উতার যিনি প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)এর যামানায় মিসর বিজয়েও শরীক ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) তাহাকে কোসাসের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাত্রে তিন খতম কুরআন শরীফ পড়িতেন।

ইমাম নববী (রহঃ) 'কিতাবুল আযকারে' নকল করিয়াছেন যে, তেলাওয়াত সম্পর্কে সর্বাধিক সংখ্যা খতমের যে বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা হইল ইবনুল কাতেব (রহঃ) রাত্র-দিন মিলাইয়া দৈনিক আটবার কুরআন খতম করিতেন। ইবনে কুদামা (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, খতমের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। উহা তেলাওয়াতকারীর মানসিক অবস্থা ও স্ফূর্তির উপর নির্ভর করে।

ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) রমযান শরীফে একষট্টি খতম করিতেন। এক খতম দিনে এবং এক খতম রাত্রে। আর এক খতম পুরা রমযান মাসে তারাবীর নামাযে। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতমকারী উহার অর্থের মধ্যে চিন্তা-ফিকির করিতে পারে না। এই জন্যই ইবনে হাযম (রহঃ) ও অন্যান্যরা তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করাকে হারাম বলিয়াছেন।

বান্দার (অর্থাৎ লেখকের) মতে এই হাদীস শরীফ অধিকাংশ লোকের প্রতি খেয়াল করিয়া বলা হইয়াছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের এক জামাআত হইতে উহার চেয়ে কম সময়ে খতম করারও প্রমাণ রহিয়াছে। এমনিভাবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বেশী সময়েরও কোন সীমা নাই। সহজভাবে যত দিনে খতম করা যায় ততদিনে করিবে। তবে কোন কোন আলেমের মতে এক খতম কুরআন শরীফ পড়িতে চল্লিশ

দিনের বেশী সময় নেওয়া উচিত নয়। ইহার সারকথা হইল, প্রতিদিন অন্তত তিন পোয়া পারা পড়া জরুরী। যদি কোন কারণ বশতঃ এক দিন পড়িতে না পারা যায় তবে পরদিন উহার কাজা করিয়া নিবে। মোট কথা, চল্লিশ দিনের ভিতরেই যেন একবার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম হইয়া যায়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে যদিও ইহা জরুরী নয় কিন্তু কোন কোন আলেম যেহেতু এই মত পোষণ করেন কাজেই সাবধানতার জন্য ইহার চেয়ে যেন কম না হয়। কোন কোন হাদীস দ্বারা এই মতের সমর্থনও পাওয়া যায়। 'মাজমা' কিতাবের গ্রন্থকার একটি হাদীস নকল করিয়াছেন—

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ عَزَّبَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত্রে কুরআন শরীফ খতম করিল সে অনেক দেরী করিয়া ফেলিল।

কোন কোন আলেমের ফতওয়া হইল প্রতি মাসে এক খতম করা উচিত এবং উত্তম হইল সাত দিনে একবার কুরআন শরীফ খতম করা। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস সাধারণতঃ এইরূপ বর্ণনা করা হয়। জুমুআর দিন শুরু করিবে এবং সাতদিনে প্রতিদিন এক মঞ্জিল করিয়া পড়িয়া বৃহস্পতিবারে খতম করিবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)এর উক্তি পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, বৎসরে দুই খতম করা কুরআন শরীফের হক। সুতরাং কোন ভাবেই ইহার কম না হওয়া চাই।

এক হাদীসে আসিয়াছে, কুরআন শরীফের খতম যদি দিনের শুরুতে হয় তবে সমস্ত দিন আর যদি রাত্রের শুরুতে খতম হয় তবে সারা রাত্র ফেরেশতারা তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকে। ইহার দ্বারা কোন কোন মাশায়েখ এই তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন যে, গরমের মৌসুমে দিনের প্রথম ভাগে এবং শীতের মৌসুমে রাত্রের প্রথম ভাগে খতম করিবে। ইহাতে অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যাইবে।

(৩৪) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَا نَبِيٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهٗ

سعیدؓ بن سُلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا نہ کوئی نبیؑ نہ فرشتہ وغیرہ۔

(قال العراقی رواہ عبد الملك بن حبیب كذا فی شرح الاحیاء)

(৩৪) হযরত সায়ীদ ইবনে সুলাইম (রহঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কুরআনের চেয়ে বড় আর কোন সুপরিশকারী হইবে না। না কোন নবী ; না কোন ফেরেশতা আর না অন্য কেহ। (শরহুল-এহ্ইয়া)

কুরআন পাকের সুপারিশকারী হওয়া এবং এমন পর্যায়ের সুপারিশকারী হওয়া যাহার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হইবে—এই বিষয় আরও বহু রেওয়ায়াত দ্বারা জানা গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতে আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য কুরআন শরীফকে সুপারিশকারী বানাইয়া দিন। আমাদের প্রতিপক্ষ ও আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী না বানান।

'লাআলী মাসনূআ' নামক কিতাবে 'বায্যারে'র বর্ণনা হইতে নকল করিয়াছেন এবং এই হাদীসকে মওজু' বা জাল বলিয়া আখ্যায়িতও করেন নাই। আর তাহা এই যে, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার পরিবারের লোকেরা কাফন-দাফনের কাজে মশগুল হইয়া যায়। এমতাবস্থায় তাহার শিয়রে অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন এক ব্যক্তি আসিয়া হাজির হয়। কাফন পরার পর সেই লোকটি কাফন এবং তাহার বুকের মধ্যভাগে থাকে। দাফন করার পর লোকেরা যখন ফিরিয়া আসে এবং মুনকার নাকীর দুই ফেরেশতা আসিয়া কবরে উপস্থিত হয় তখন তাহারা মুর্দাকে নির্জনে প্রশ্ন করার জন্য ঐ লোকটিকে আলাদা করিতে চায়। কিন্তু সেই লোকটি বলিতে থাকে ইনি আমার সাথী, আমার বন্ধু। আমি কোন অবস্থাতেই তাহাকে একাকী ছাড়িয়া যাইতে পারি না। তোমরা যদি তাহাকে প্রশ্ন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া থাক তবে তোমরা নিজেদের কাজ করিয়া যাও। আমি ততক্ষণ তাহার নিকট হইতে যাইতে পারিব না যতক্ষণ না তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। অতঃপর সে তাহার সাথীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে, আমি ঐ কুরআন যাহাকে তুমি কখনও বড় আওয়াজে আবার কখনও আস্তে আস্তে পড়িতে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মুনকার নাকীরের প্রশ্নের পর তোমার আর কোন চিন্তা নাই। অতঃপর যখন তাহারা প্রশ্নাবলী হইতে অবসর হইয়া যায়, তখন এই ব্যক্তি তাহার জন্য বেহেশত হইতে বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করে। যাহা রেশমের তৈরী হইবে এবং মিশকের দ্বারা সুঘ্রাণযুক্ত হইবে।' আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকেও এবং তোমাদেরকেও উহা নসীব করুন। ইহা খুবই ফযীলতপূর্ণ হাদীস। দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করিলাম।

(۳۵) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَا يُوْحٰى اِلَيْهِ لَا يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اَنْ يَّجِدَ مَعَ مَنْ وَّجَدَ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِيْ جَوْفِهٖ كَلَامُ اللهِ۔
(رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد)

عبداللہ بن عمرو نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا۔ گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حامل قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا کلام ہے۔

(৩৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িল, সে এলমে নবুওয়তকে আপন দুই পাঁজরের মাঝখানে ধারণ করিল ; যদিও তাহার নিকট ওহী পাঠান হয় না। কুরআনের বাহকের জন্য ইহা উচিত নয় যে, কোন ব্যক্তি তাহার সহিত গোস্বা করিলে সেও তাহার সহিত গোস্বা করিবে অথবা মূর্খদের সহিত মূর্খতা করিবে। কেননা, তাহার ভিতরে আল্লাহর কালাম রহিয়াছে। (হাকিম)

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ওহীর সিলসিলা শেষ হইয়া গিয়াছে, এইজন্য এখন আর ওহী আসা সম্ভব নয়। কিন্তু কুরআন যেহেতু আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম তাই উহা এলমে নবুওয়ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব কোন ব্যক্তিকে যখন এলমে নবুওয়ত দান করা হয়, তখন উত্তম আখলাক ও চরিত্র গঠন করা এবং মন্দ চরিত্র হইতে বাঁচিয়া থাকা তাহার জন্য একান্তই জরুরী। হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন,. হাফেজে কুরআন ইসলামের ঝাণ্ডা বহনকারী। কাজেই তাহার জন্য কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, সে খেলাধুলায় মত্ত লোকদের সহিত মিশিয়া যাইবে বা গাফেল লোকদের সহিত শরীক হইবে বা বেকার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(۳٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ

ابن عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین آدمی ایسے

لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَ لَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ هُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِّنْ مِّسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَاَمَّ بِهٖ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَدَاعٍ يَدْعُوْ اِلَى الصَّلٰوتِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ اَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ رَبِّهٖ وَفِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ.

(رواه الطبرانی فی المعاجم الثلاثة)

ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑیگا اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو. وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے. ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی رہے دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی.

(৩৬) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন হইবে যাহারা কিয়ামতের ভয়ংকর বিপদেও ভীত হইবে না। তাহাদের হিসাব নিকাশও দিতে হইবে না। সমস্ত মখলূক যখন তাহাদের নিজ নিজ হিসাব-কিতাবে ব্যস্ত থাকিবে তখন তাহারা মেশ্‌কের টিলার উপর আনন্দ করিবে।

(প্রথমতঃ) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শরীফ পড়িয়াছে এবং এমনভাবে ইমামতি করিয়াছে যে, মুক্তাদিগণ তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিল।

(দ্বিতীয়তঃ) ঐ ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে নামাযের দিকে ডাকে।

(তৃতীয়তঃ) ঐ ব্যক্তি যে নিজের মনিব এবং অধীনস্থ লোক উভয়ের সহিত সদ্ব্যবহার করে। (তাবারানী)

কিয়ামতের দিনের কঠিন অবস্থা, ভয়াবহতা ও মুসীবত এমন নয় যে, কোন মুসলমানের অন্তর উহা হইতে খালি বা বে-খবর থাকিতে পারে। সেই দিন যদি কোন কারণে নিশ্চিন্ততা নসীব হইয়া যায় তবে উহা লক্ষ লক্ষ নেয়ামত হইতেও উত্তম এবং কোটি কোটি শান্তির চেয়েও বড় গণীমত হইবে। আর উহার সহিত যদি আনন্দ উপভোগেরও ব্যবস্থা নসীব হইয়া যায় তবে যে ব্যক্তি উহা পাইবে সে তো বহুত বড় খোশনসীব ও সৌভাগ্যশীল। আর চরম বরবাদী ও ধ্বংস ঐ সকল নির্বোধদের জন্য

যাহারা কুরআনের তালীমকে অনর্থক ও বেকার এবং সময়ের অপচয় মনে করে। 'মুজামে কবীর' কিতাবে এই হাদীসের শুরুতে রেওয়ায়াতকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি যদি এই হাদীস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একবার দুইবার তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনিতাম তবে ইহা বর্ণনা করিতাম না।

(۳۷) عَنْ اَبِیْ ذَرٍّؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهٖ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكْعَةٍ

(رواه ابن ماجة باسناد حسن)

ابوذرؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر اگر تو صبح کو جاکر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی سو رکعات سے افضل ہے اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمول بہ ہو یا نہ ہو تو ہزار رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے.

(৩৭) হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, হে আবূ যর! তুমি যদি সকাল বেলায় গিয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিক্ষা কর তবে উহা একশত রাকাআত নফল নামায হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, চাই উহার উপর আমল করা হউক বা না হউক তবে উহা হাজার রাকাআত নফল নামায হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

এই বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, এলেম শিক্ষা করা এবাদত হইতে উত্তম। এলেমের ফযীলত সম্পর্কে যে পরিমাণ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে উহার সবগুলি বর্ণনা করা বিশেষতঃ এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় অসম্ভব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমনি যেমন আমার ফযীলত তোমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির উপর। অন্য এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,শয়তানের নিকট একজন আলেম হাজার আবেদের চেয়ে কঠিন।

(٣٨) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ اٰيَاتٍ فِیْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ
(رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم)

ابوہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص دس آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین سے شمار نہیں ہوگا۔

(৩৮) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে ঐ রাত্রে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না। (হাকিম)

দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। যাহা দ্বারা সারারাত্রির গাফলত হইতে মুক্ত থাকা যায়। ইহার চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হইবে!

(٣٩) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ فِیْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ.
(رواه ابن خزيمة فی صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما)

ابوہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین سے نہیں لکھا جاوے گا جو شخص سو آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جاوے گا۔

(৩৯) হযরত আবূ হুরাইয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায নিয়মিত আদায় করিবে, সে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না। আর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে ঐ রাত্রে কানেতীন (অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারী)দের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইবনে খুযাইমাহ, হাকিম)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে কালামুল্লাহ শরীফের অভিযোগ হইতে বাঁচিয়া

যাইবে। আর যে ব্যক্তি দুইশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে রাতভর এবাদত করার সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি পাঁচশত হইতে একহাজার আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে এক কিনতার সওয়াব লাভ করিবে। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, কিনতার কি? হুযূর এরশাদ করিলেন, কিনতার হইল বার হাজার (দেরহাম বা দিনার) সমতুল্য।

(٤٠) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهٗ اَنَّهٗ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ قَالَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ.
(رواه رزين كذا فی الرحمة المهداة)

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے۔ انھوں نے کہا کہ قرآن شریف۔

(৪০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলেন যে, বহু ফেৎনা প্রকাশ পাইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় কি? তিনি বলিলেন, কুরআন শরীফ। (রহমতে মুহদাত ঃ রাযীন)

আল্লাহর কিতাবের উপর আমলও যাবতীয় ফেৎনা হইতে বাঁচিবার উপায়, এমনিভাবে উহার তেলাওয়াতের বরকতও ফেৎনা হইতে মুক্তির উপায়। ২২নং হাদীসে বলা হইয়াছে, যে ঘরে কালামে পাকের তেলাওয়াত করা হয় ঐ ঘরে ছাকীনা ও রহমত নাযিল হয় এবং সেই ঘর হইতে শয়তান বাহির হইয়া যায়।

ওলামায়ে কেরাম ফেৎনার অর্থ দাজ্জালের আবির্ভাব ও তাতারীদেব ফেৎনা ইত্যাদি বলিয়াছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) হইতেও একটি দীর্ঘ রেওয়ায়াতে উপরোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইয়াহয়া (আঃ) বনী ইসরাঈলদেরকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তাঁহার কালাম পড়ার হুকুম করিতেছেন এবং উহার দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ যেন কোন কওম নিজেদের কিল্লায় হেফাজতে রহিয়াছে। আর দুশমন উহার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু দুশমন যে দিক হইতেই হামলা করিতে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে আল্লাহর কালাম তাহাদের হেফাজতকারী হিসাবে রহিয়াছে এবং উহা সেই দুশমনকে প্রতিহত করিয়া দিবে।

পরিশিষ্ট

এখানে চল্লিশ হাদীসের সহিত সংগতিপূর্ণ অতিরিক্ত আরও কতিপয় রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হইল।

(١) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔ (رواه الدارمی والبیهقی فی شعب الایمان)

عبدالملک بن عمیر رض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفاء ہے۔

(১) হযরত আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, সূরা ফাতেহার মধ্যে যাবতীয় রোগের শেফা (অর্থাৎ আরোগ্য) রহিয়াছে।

(দারিমী, বায়হাকী ঃ শুআব)

পরিশিষ্টের মধ্যে এমন কিছু সূরার ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি পড়িতে খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ফাযায়েল অনেক বেশী। ইহা ছাড়া দুয়েকটি এমন খাছ বিষয় রহিয়াছে যেগুলির উপর সতর্কতা অবলম্বন করা কুরআন পাঠকারীর জন্য জরুরী।

বহু রেওয়ায়াতে সূরা ফাতেহার ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, এক সাহাবী নামায পড়িতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে রত থাকার কারণে জওয়াব দিতে পারেন নাই। যখন নামায হইতে অবসর হইয়া হাজির হইলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন? সাহাবী নামাযের ওজর পেশ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি কুরআন শরীফের আয়াতে পড় নাই—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে, যখনই তাঁহারা তোমাদিগকে ডাকিবেন।(সূরা আনফাল, আঃ ২৪)

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা অর্থাৎ সর্বোত্তম সূরাটি বলিয়া দিব? তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিলেন, উহা হইল আলহাম্‌দু সূরার সাতটি আয়াত। ইহা 'ছাবয়ে মাছানী' ও 'কুরআনে আযীম'। কোন কোন সূফীয়ায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবসমূহে যাহা কিছু ছিল তাহা সম্পূর্ণ কালামে পাকে আসিয়া গিয়াছে। আর কালামে পাকে যাহা কিছু আছে উহা সম্পূর্ণ সূরা ফাতেহায় আসিয়া গিয়াছে। আর যাহা কিছু সূরা ফাতেহায় আছে উহা বিসমিল্লাহর মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। আর বিসমিল্লাহর মধ্যে যাহা আছে উহা বিসমিল্লাহর 'বা' অক্ষরের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এখানে বা হরফটি মিলানোর অর্থে আসিয়াছে। আর সব কিছুর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বান্দাহকে আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলাইয়া দেওয়া। কেহ কেহ আরেকটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, 'বা' হরফের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা তাহার নুকতার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ। কারণ পরিভাষায় নুকতা এমন বিন্দুকে বলা হয় যাহা ভাগ করা যায় না।

কোন কোন মাশায়েখ হইতে বর্ণিত আছে—اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

এই আয়াতে যাবতীয় দ্বীনি ও দুনিয়াবী মাকসাদ আসিয়া গিয়াছে। অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই জাতের কসম যাহার কব্জায় আমার জান, সূরা ফাতেহার মত এইরূপ সূরা আর নাযিল হয় নাই। না তাওরাতে, না ইঞ্জিলে, না যবূরে, না অবশিষ্ট কুরআন শরীফে।

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, যদি কেহ সূরা ফাতেহা ঈমান ও একীনের সহিত পাঠ করে, তবে সকল রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়। চাই দ্বীনী হউক বা দুনিয়াবী হউক, জাহেরী হউক বা বাতেনী হউক। উহা লিখিয়া লটকানো এবং চাটিয়া খাওয়াও রোগ-ব্যাধির জন্য উপকারী।

সিহাহ সিত্তাহ কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সাপ-বিচ্ছুর দংশন করা লোকের উপর, মৃগী রোগী ও পাগলের উপর সূরা ফাতেহা পাঠ করিয়া দম করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে জায়েযও রাখিয়াছেন।

এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাযিঃ)এর উপর এই সূরা দম করিয়াছেন এবং এই সূরা পড়িয়া মুখের লালা ব্যথার স্থানে লাগাইয়াছেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি ঘুমাইবার ইচ্ছায় শয়ন করে এবং সূরা ফাতেহা ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি পড়িয়া নিজের উপর দম করে তবে মৃত্যু ব্যতীত সকল বালা-মুসীবত হইতে সে নিরাপদ

থাকিবে। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, সওয়াবের দিক হইতে সূরা ফাতেহা সমগ্র কুরআন শরীফের দুই–তৃতীয়াংশের সমান। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, আরশের খাছ খাযানা হইতে আমাকে চারটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে, অন্য আর কাহাকেও এই খাযানা হইতে কোন কিছু দেওয়া হয় নাই। এক, সূরা ফাতেহা। দুই, আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। তিন, সূরা কাউসার।

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করিল সে যেন তাওরাত, ইঞ্জিল, যবূর ও কুরআন শরীফ পাঠ করিল। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, শয়তানকে চারবার নিজের উপর বিলাপ ও কান্নাকাটি করিতে ও মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এক, যখন তাহার উপর লানত করা হয়। দুই, যখন তাহাকে আসমান হইতে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়। তিন, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত লাভ করেন। চার, যখন সূরা ফাতেহা নাযিল হয়।

ইমাম শাবী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া কলিজা ব্যথার অভিযোগ করিল। শাবী (রহঃ) বলিলেন, 'আসাসুল কুরআন' পড়িয়া ব্যথার জায়গায় দম কর। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল 'আসাসুল কুরআন' কি? শাবী (রহঃ) বলিলেন, সূরা ফাতেহা।

মাশায়েখগণের পরীক্ষিত আমলে লিখিত আছে যে, সূরা ফাতেহা ইস্‌মে আযম। যে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য উহা পড়া উচিত। উহা আমল করার দুইটি তরীকা আছে। (১) ফজরের সুন্নত ও ফরজ নামাযের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–এর মীম হরফটি আলহামদুলিল্লাহ এর লামের সহিত মিলাইয়া ৪১ বার করিয়া চল্লিশ দিন পড়িবে। যে উদ্দেশ্য নিয়া পড়িবে, ইনশাআল্লাহ উহা হাসিল হইবে। যদি কোন রোগী বা যাদুগ্রস্ত লোকের জন্য পড়ার জরুরত হয় তবে পানিতে দম করিয়া তাহাকে পান করাইবে। (২) চাঁদের প্রথম রবিবার ফজরের সুন্নত ও ফরযের মাঝখানে আগের মত মীম না মিলাইয়া ৭০ বার পড়িবে অতঃপর প্রত্যেক দিন একই সময়ে ১০ বার করিয়া কমাইয়া পড়িতে থাকিবে। এইভাবে এক সপ্তাহে পড়া শেষ হইয়া যাইবে। যদি প্রথম মাসে মকসূদ হাসিল হইয়া যায় তবে তো উত্তম। নতুবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসেও এইরূপ আমল করিবে। এমনিভাবে যে কোন পুরানা রোগের জন্য চীনা বর্তনে চল্লিশ দিন এই সূরা গোলাপ, জাফরান ও মেশ্‌কের দ্বারা লিখিয়া বর্তন

ধুইয়া পান করানোর আমলও বিশেষভাবে পরীক্ষিত। ইহা ছাড়া দাঁত, মাথা ও পেট ব্যথায় ৭ বার পড়িয়া দম করার আমলও পরীক্ষিত। এই আমলগুলি 'মাজাহেরে হক' নামক কিতাব হইতে সংক্ষিপ্তভাবে নকল করা হইয়াছে।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এরশাদ করিলেন—আজ আসমানের একটি দরজা খোলা হইয়াছে। যাহা আজকের পূর্বে আর কখনও খোলা হয় নাই। অতঃপর এই দরজা দিয়া একজন ফেরেশতা নাযিল হইলেন। তিনি এমন এক ফেরেশতা যিনি আজকের পূর্বে আর কখনও নাযিল হন নাই। অতঃপর এই ফেরেশতা আমাকে বলিলেন, আপনি দুইটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যাহা আপনার পূর্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। একটি সূরা ফাতেহা আরেকটি সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ অর্থাৎ শেষ রুকু। এইগুলিকে নূর এই জন্য বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর আগে আগে চলিবে।

(٢) عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَاَ يٰسٓ فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهٗ

(رواه الدارمی)

عطاء بن ابی رباحؒ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورۂ یٰسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔

(২) হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ পৌঁছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে তাহার সমস্ত দিনের জরুরত পুরা হইয়া যাইবে। (দারিমী)

হাদীস শরীফে সূরা ইয়াসীনের বহু ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি দিল থাকে, কুরআন শরীফের দিল হইল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশবার কুরআন খতমের সওয়াব লিখেন।

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সূরা তাহা ও সূরা ইয়াসীনকে আসমান–জমিন পয়দা করার হাজার বছর পূর্বে পড়িয়াছেন। ফেরেশতাগণ

উহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, সৌভাগ্য সেই উম্মতের জন্য যাহাদের উপর এই কুরআন নাযিল করা হইবে, সৌভাগ্য ঐ অন্তরসমূহের জন্য যাহারা উহাকে ধারণ করিবে অর্থাৎ ইয়াদ করিবে আর সৌভাগ্য ঐ সকল জিহ্বার জন্য যাহারা উহাকে তেলাওয়াত করিবে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে তাহার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়। সুতরাং তোমরা নিজেদের মুর্দাদের উপর এই সূরা পাঠ কর। অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, তাওরাতে সূরা ইয়াসীনের নাম ছিল মুনয়িমাহ্। কেননা, উহা তাহার পাঠকারীর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বহিয়া আনে, পাঠকারীর দুনিয়া ও আখেরাতের মুসীবত দূর করে ও আখেরাতের ভয়-ভীতি দূর করে। এই সূরার আরেক নাম হইল, রাফেয়া ও খাফেযা। অর্থাৎ মুমিনদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধিকারী এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকারী। এক রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার মন চায় আমার প্রত্যেক উম্মতীর অন্তরে সূরা ইয়াসীন থাকুক।

অপর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে সূরা ইয়াসীন পাঠ করিল অতঃপর মারা গেল, সে ব্যক্তি শহীদ হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় পাঠ করে সে পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পথ হারাইয়া যাওয়ার কারণে পাঠ করে সে পথ পাইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি জানোয়ার হারাইয়া যাওয়ার কারণে পড়ে সে জানোয়ার পাইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি খানা কম হইয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কায় পাঠ করে তাহার সেই খানা যথেষ্ট হইয়া যায়। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর কোন লোকের নিকট উহা পাঠ করা হইলে তাহার যন্ত্রণা লাঘব হয়। প্রসব বেদনার সময় পড়িলে সন্তান সহজে প্রসব হয়।

হযরত মুকরী (রহঃ) বলেন, যদি কোন বাদশা বা দুশমনের ভয় হয় এবং সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তবে ভয় দূরীভূত হইয়া যায়। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা ইয়াসীন এবং সূরা সাফ্ফাত পড়ে অতঃপর আল্লাহর নিকট দোয়া করে তাহার দোয়া কবুল হয়। (উল্লেখিত আমলসমূহের বেশীর ভাগই 'মুজাহেরে হক' কিতাব হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াত সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মাশায়েখগণের আপত্তি রহিয়াছে।)

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتِهٖ يَقْرَأْنَ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ (رواه البيهقى فى الشعب)

ابن مسعودؓ نے حضورؐ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۂ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور ابن مسعودؓ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورۃ کو پڑھیں۔

(৩) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে সূরা ওয়াকেয়া তেলাওয়াত করিবে সে কখনও অনাহারে থাকিবে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) তাহার কন্যাদিগকে প্রত্যেক রাত্রে এই সূরা তেলাওয়াত করার হুকুম করিতেন। (বায়হাকী ঃ শুআব)

সূরা ওয়াকেয়ার ফাযায়েলও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি সূরা হাদীদ, সূরা ওয়াকেয়া ও সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত করে, সে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা বলিয়া অভিহিত হয়। এক হাদীসে আছে, সূরা ওয়াকেয়া হইল সূরাতুল গিনা। তোমরা নিজেরা ইহা পাঠ কর এবং নিজ সন্তানদিগকে শিক্ষা দাও। এক রেওয়ায়াতে আছে, ইহা নিজেদের স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দাও। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতেও এই সূরা পাঠ করার তাকীদ বর্ণিত আছে। কিন্তু খুবই হীনমন্যতার পরিচয় হইবে যদি উহা পার্থিব চার পয়সার জন্য পাঠ করা হয়। তবে দিলের অভাব দূর করার ও আখেরাতের নিয়তে পাঠ করিলে দুনিয়া স্বয়ং হাত জোড় করিয়া হাজির হইবে।

(٤) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ سُوْرَةً فِي الْقُرْاٰنِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه ابوداؤد واحمد والنسائى وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان فى صحيحه)

ابوہریرہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت تیس آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کراوے وہ سورت تبارک الذی ہے۔

(৪) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফের মধ্যে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে যে, উহা তাহার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিতে থাকিবে, যতক্ষণ না তাহাকে ক্ষমা করা হইবে। উহা হইল সূরা তাবারাকাল্লাযী। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, আহমদ)

এক রেওয়ায়াতে সূরা তাবারাকাল্লাযী সম্পর্কেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমার মন চায় এই সূরা প্রত্যেক মুমেনের অন্তরে থাকুক। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সূরা তাবারাকাল্লাযী ও সূরা আলিফ-লাম-মীম সেজদাহ পড়িল, সে যেন লাইলাতুল কদরে জাগিয়া থাকিয়া এবাদত-বন্দেগী করিল। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি সূরা পড়ে তাহার জন্য সত্তরটি নেকী লেখা হয় এবং সত্তরটি গোনাহ দূর করিয়া দেওয়া হয়। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি সূরা পড়ে তাহার জন্য শবে কদরের এবাদতের সমান সওয়াব লেখা হয়।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, কিছুসংখ্যক সাহাবী এক জায়গায় তাঁবু লাগাইলেন। তাঁহাদের জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ তাঁবু স্থাপনকারীরা সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লাযী পড়িতে শুনিলেন। এই ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এই সূরা আল্লাহর আজাব হইতে বাধাদানকারী এবং নাজাত দানকারী। হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ শুইতেন না যতক্ষণ সূরা আলিফ-লাম-মীম সেজদা ও সূরা তাবারাকাল্লাযী না পড়িতেন। হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাযিঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি বড় গোনাহগার ছিল। সে সূরা আলিফ লাম মীম সেজদা পড়িত। ইহা ছাড়া সে আর কোন কিছু পড়িত না। লোকটির (মৃত্যুর পর তাহার) উপর এই সূরা স্বীয় ডানা মেলিয়া দিয়া সুপারিশ করিল, হে রব! এই ব্যক্তি আমাকে অনেক বেশী তেলাওয়াত করিত। তাহার সুপারিশ কবূল করা হইল এবং প্রত্যেক গোনাহের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী দেওয়ার হুকুম হইল। হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাযিঃ) ইহাও বলেন যে, এই সূরা তাহার পাঠকারীর পক্ষে কবরে ঝগড়া করে এবং বলে, আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হইয়া থাকি তবে আমার সুপারিশ কবূল কর। নতুবা আমাকে তোমার কিতাব হইতে মিটাইয়া দাও, অতঃপর এই সূরা পাখির মত হইয়া যায় ও

মুর্দার উপর নিজের ডানা মেলিয়া দেয় আর তাহার উপর হইতে কবরের আজাব ফিরাইয়া রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, সূরা তাবারাকাল্লাযীর জন্যও এই সবগুলি ফযীলত রহিয়াছে। হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাযিঃ) এই দুইটি সূরা না পড়িয়া শুইতেন না।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, এই দুইটি সূরা সমস্ত কুরআন শরীফের অন্যান্য সব সূরা হইতে ৬০ নেকী বেশী রাখে। কবরের আজাব কোন সাধারণ বিষয় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম কবরের সম্মুখীন হইতে হয়। হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কোন কবরের নিকট দাঁড়াইতেন তখন এত বেশী কাঁদিতেন যে, দাড়ি মুবারক ভিজিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা দ্বারাও এত কাঁদেন না, যত কবর দেখিয়া কাঁদেন? তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, কবর হইল আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। যে ব্যক্তি উহার আজাব হইতে নাজাত পাইয়া যায়, তাহার জন্য পরবর্তী বিষয়গুলি সহজ হইয়া যায়। আর যদি কবরের আজাব হইতে নাজাত না পায় তবে পরবর্তী বিষয়গুলি উহার চেয়ে কঠিন হয়। আমি এই কথাও শুনিয়াছি যে, কবরের চেয়ে ভয়ানক আর কোন দৃশ্য নাই।

⑤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَضْرِبُ مِنْ اَوَّلِهٖ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰخِرَهٗ وَمِنْ اٰخِرِهٖ حَتّٰى يَبْلُغَ اَوَّلَهٗ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ۔	ابن عباس رض کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین اعمال میں سے کونسا عمل ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حال مُرتحل. لوگوں نے پوچھا کہ حال مُرتحل کیا چیز ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ صاحب القرآن ہے جو اوّل سے چلے حتیٰ کہ اخیر تک پہنچے اور اخیر کے بعد پھر اوّل پر پہنچے جہاں ٹھہرے پھر آگے چل دے۔

(رواہ الترمذی کمافی الرحمة والحاکم وقال تفرد بہ صالح المری وھومن زھاد اھل البصرة الا ان الشیخین لم یخرجاہ وقال الذھبی صالح متروك قلت ھومن رواة ابی داؤد والترمذی)

(৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল সর্বোত্তম আমল কি? তিনি

বলিলেন, 'হাল্-মুরতাহিল।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হাল্-মুরতাহিল কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই কুরআনওয়ালা, যে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পৌঁছে এবং শেষ করার পর আবার শুরুতে পৌঁছে এবং যেখানে থামে সেখান হইতে আবার সামনে অগ্রসর হয়। (রহমতে মুহ্দাত ঃ তিরমিযী, হাকিম)

'হাল্' অর্থ মঞ্জিলে আগমনকারী। 'মুরতাহিল' অর্থ যাত্রা আরম্ভকারী। অর্থাৎ যখন কালামে পাক খতম হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ আবার নতুন করিয়া শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ নহে যে, এখন তো খতম হইয়া গিয়াছে, আবার পরে দেখা যাইবে। 'কান্যুল উম্মালের' এক রেওয়ায়াতে ইহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আল খাতিমুল-মুফাত্তিহ্' খতম করনেওয়ালা এবং সাথে সাথেই শুরু করনেওয়ালা। অর্থাৎ কুরআন শরীফ একবার খতম করার সাথে সাথেই আবার দ্বিতীয় খতম শুরু করিয়া দেয়। আমাদের দেশে কুরআন শরীফ খতম করার পর 'মুফলিহূন' পর্যন্ত পড়ার যে প্রচলন রহিয়াছে, সম্ভবত এখান হইতেই এই রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা ইহাকেই আদব মনে করে এবং পরে আর খতম পুরা করার এহ্তেমাম করে না। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। বরং উদ্দেশ্য হইল একবার খতম করার পর পুনরায় শুরু করা। কাজেই উহাকে পুরা করাও উচিত।

'শরহে এহ্ইয়ায়' এবং আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) তাহার 'ইতকান' কিতাবে দারেমীর রেওয়ায়াত নকল করিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুল আউজু বিরাব্বিন্নাছ পড়িতেন, তখন সাথে সাথে সূরা বাকারার মুফলিহূন পর্যন্তও পড়িতেন। অতঃপর কুরআন খতমের দোয়া করিতেন।

(٦) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا۔

(رواہ البخاری ومسلم)

ابو موسٰی اشعری ؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبرگیری کیا کرو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بہ نسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے

(৬) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফে

খোঁজ খবর লইতে থাক। কসম সেই পাক জাতের যাহার হাতে আমার জান। উট যেমন রশি হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা অপেক্ষা দ্রুত কুরআন অন্তর হইতে বাহির হইয়া যায়। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ মানুষ যদি জানোয়ারের হেফাজত হইতে উদাসীন হইয়া যায় এবং উহা রশি হইতে বাহির হইয়া যায় তবে ভাগিয়া যাইবে। এমনিভাবে যদি কালামে পাকের হেফাজত না করা হয় তবে উহাও ইয়াদ থাকিবে না ; ভুলিয়া যাইবে। আসল কথা হইল, কুরআন শরীফ মুখস্থ হওয়া স্বয়ং কুরআনেরই একটি প্রকাশ্য মুজিযা। নতুবা উহার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কোন কিতাবও মুখস্থ হওয়া শুধু কঠিনই নয় বরং প্রায় অসম্ভব। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-কামারে কুরআন শরীফ মুখস্থ হওয়াকে তাহার দয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং বার বার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছে—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অর্থাৎ, আমি কালামে পাককে হেফ্জ করিবার জন্য সহজ করিয়া রাখিয়াছি, কেহ কি হেফ্জ করিতে প্রস্তুত আছে?(সূরা কামার, আয়াত ঃ ১৭)

জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই আয়াতের মধ্যে প্রশ্নবোধক বাক্যটি আদেশ অর্থে আসিয়াছে। সুতরাং যে বিষয়টিকে আল্লাহ তায়ালা বার বার তাকীদ করিয়া বলিতেছেন, আমরা মুসলমানগণ উহাকে অনর্থক, নির্বুদ্ধিতা এবং অযথা সময়ের অপচয় বলিয়া মনে করিতেছি। এই আহাম্মকীর পরও আমাদের ধ্বংসের জন্য আর কিসের অপেক্ষা বাকী রহিয়াছে? আশ্চর্যের ব্যাপার হইল, হযরত উযাইর (আঃ) তাওরাত মুখস্থ লিখিয়া দেওয়াতে আল্লাহর পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত হন। আর মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই নেয়ামতকে সহজ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া উহার এরূপ মূল্যায়ন করা হইয়া থাকে।

فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ, অত্যাচারীগণ অচিরেই জানিতে পারিবে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মোটকথা, ইহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই দয়া ও অনুগ্রহ যে, কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া যায়। ইহার পর যদি কাহারও পক্ষ হইতে অবহেলা হয় তবে তাহাকে ভুলাইয়া দেওয়া হয়। কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে বড় কঠোর শাস্তির কথা আসিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সামনে

উম্মতের গোনাহ পেশ করা হইয়াছে। আমি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে বড় কোন গোনাহ দেখিতে পাই নাই। অন্য জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যায় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কুষ্ঠ রুগী হইয়া হাজির হইবে। 'জমউল ফাওয়ায়েদ' কিতাবে রাযীন–এর রেওয়ায়াত দ্বারা নিম্নের আয়াতটিকে দলীল হিসাবে পেশ করা হইয়াছে—

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় আমি তাহার জীবনকে সংকীর্ণ করিয়া দেই এবং কিয়ামতের দিন তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইব। সে বলিবে হে আমার রব্ব ! আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলেন কেন? আমি তো চক্ষুওয়ালা ছিলাম। এরশাদ হইবে, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ আসিয়াছিল তুমি সেইগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলে। সুতরাং আজ তোমাকেও সেইভাবেই ভুলিয়া যাওয়া হইবে। (সূরা ত্বাহা, আয়াত ঃ ১২৫) অর্থাৎ তোমার কোন সাহায্য করা হইবে না।

(٧) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَاَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهٗ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

بُرَیدہؓ نے حضورِ اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیہِ وَسَلَّم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔

(৭) হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) হইতে, বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহার চেহারায় শুধুমাত্র হাড্ডি থাকিবে যাহার উপর কোন গোশ্ত থাকিবে না। (বায়হাকী ঃ শুআব)

অর্থাৎ যাহারা দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ে আখেরাতে তাহাদের কোন অংশ নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমরা কুরআন শরীফ পড়ি, আমাদের মধ্যে আজমী ও আরবী সব ধরণের লোক আছে। যেভাবে পড়িতেছ পড়িতে থাক। অতি শীঘ্র এমন একদল লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা

কুরআন শরীফের হরফগুলিকে এমনভাবে সোজা করিবে যেমন তীর সোজা করা হয়। অর্থাৎ খুবই সুন্দর করিবে। ঘন্টার পর ঘন্টা একেকটি হরফ সহীশুদ্ধ করিবে। মাখরাজ আদায়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিবে। আর এই সব কিছু দুনিয়ার জন্য হইবে। আখেরাতের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক থাকিবে না।

উদ্দেশ্য হইল, শুধু সুন্দর সুরের কোন মূল্য নাই যদি উহার মধ্যে এখলাস না থাকে। ইহা কেবল দুনিয়া কামানোর জন্য হইবে। চেহারায় গোশ্ত না থাকা'র অর্থ হইল, সে যখন সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তু কামাইবার মাধ্যম বানাইয়াছে তখন তাহার সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ চেহারাকে সৌন্দর্য ও রওনক হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) এক ওয়াজকারীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সে কুরআন তেলাওয়াতের পর মানুষের নিকট কিছু চাহিতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করিবে তাহার যাহা কিছু চাহিবার থাকে সে যেন আল্লাহর নিকট চায়। অতিসত্বর এমন লোক আসিবে যাহারা কুরআন তেলাওয়াতের পর মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিবে। মাশায়েখগণ হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এলেমের দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করে তাহার উদাহরণ হইল, নিজের মুখমণ্ডল দ্বারা জুতা পরিস্কার করে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, জুতা তো পরিস্কার হইয়া যাইবে কিন্তু মুখমণ্ডল দ্বারা উহা পরিস্কার করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকী। এইরূপ লোকদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হইয়াছে—

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

অর্থাৎ, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করিয়াছে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৬) সুতরাং না তাহাদের ব্যবসা লাভজনক, আর না তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযিঃ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের একটি সূরা পড়াইয়াছিলাম। সে হাদিয়া হিসাবে আমাকে একটি ধনুক দিল। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহার আলোচনা করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি জাহান্নামের একটি ধনুক লইয়াছ। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ)ও তাহার নিজের সম্পর্কে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের এই জওয়াব নকল করিয়াছেন যে, তুমি জাহান্নামের একটি স্ফুলিঙ্গ আপন কাঁধের মাঝখানে লটকাইয়া দিয়াছ। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তুমি যদি জাহান্নামের একটি বেড়ি গলায় পরিতে চাও তবে উহা কবূল কর।

এখানে পৌছিয়া আমি ঐ সকল হাফেজদের খেদমতে অত্যন্ত আদবের সহিত আরজ করিতে চাই, যাহারা পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যেই মকতবে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়া থাকেন, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের পদমর্যাদা ও জিম্মাদারীর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। যাহারা আপনাদের বদনিয়তের কারণে কালামে মজীদ পড়ানো বা হেফ্জ করানো বন্ধ করিয়া দেয় উহার আজাবে শুধু তাহারাই গ্রেপ্তার হইবে না বরং আপনাদেরকেও উহার জন্য জবাবদেহী করিতে হইবে এবং আপনারাও কুরআনে পাক পড়া বন্ধ করনেওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। আপনারা মনে করেন যে, আমরা কুরআন প্রচার করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই উহা প্রচারের পথে প্রতিবন্ধক। আমাদের বদস্বভাব ও বদ নিয়তি দুনিয়াকে কুরআনে পাক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিতেছে।

ওলামায়ে কেরাম তালীমের বিনিময়ে বেতন নেওয়াকে এই জন্য জায়েয বলেন নাই যে, আমরা উহাকেই উদ্দেশ্য বানাইয়া নিব। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের আসল উদ্দেশ্য শুধু তালীম এবং কুরআনী এলেমের প্রচার-প্রসার। বেতন উহার বদলা নয় বরং জরুরত মিটানোর একটি উপায় মাত্র, যাহা একান্ত বাধ্য হইয়া এবং অপারগতার কারণেই এখতিয়ার করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

কালামে পাকের এইসব ফাযায়েল ও গুণাবলী আলোচনা করার উদ্দেশ্য হইল, উহার সহিত মহব্বত পয়দা করা। কেননা, কালামুল্লাহ শরীফের মহব্বত মহান আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের জন্য অপরিহার্য। আর একটির মহব্বত অপরটির মহব্বতের কারণ হয়। দুনিয়াতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে শুধুমাত্র আল্লাহর মারেফত হাসিল করিবার জন্য। আর মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাখলুকের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য।

(কবির ভাষায়—)

ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند ٭ تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار ٭ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نبری

অর্থাৎ মেঘ-বায়ু, চাঁদ-সুরুজ, আসমান-জমিন মোটকথা সব কিছুই তোমার খাতিরে কর্মরত রহিয়াছে। যাহাতে তুমি আপন প্রয়োজন ইহাদের মাধ্যমে পুরা কর এবং উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর যে, মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এইসব বস্তু কত ফরমাবরদার, অনুগত ও সময়মত কাজ করিয়া থাকে। তবে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্য কখনও কখনও উহাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় কিছুটা ব্যতিক্রমও করিয়া দেওয়া হয়। যেমন বৃষ্টির সময় বৃষ্টি না হওয়া বাতাসের সময় বাতাস না চলা। এমনিভাবে গ্রহণের মাধ্যমে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। মোট কথা প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই কোন না কোন পরিবর্তন আনা হয় যাহাতে একজন অসতর্ক ও গাফেল লোক সতর্ক ও সচেতন হইতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, এই সব কিছুকে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তোমার অধীন ও অনুগত করিয়া দেওয়া হইল। অথচ উহাদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী তোমাকে আল্লাহর অনুগত ও ফরমাবরদার করিতে পারিল না। বস্তুতঃ আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী হইল মহব্বত—

اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ

যখন কাহারো প্রতি মহব্বত হইয়া যায় এবং প্রেম ও অনুরাগ সৃষ্টি হইয়া যায় তখন তাহার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী স্বভাব ও অভ্যাসে পরিনত হইয়া যায় এবং তাহার নাফরমানী এমন কঠিন ও দুরূহ হইয়া যায়, যেমন মহব্বত ছাড়া কাহারও অনুগত্য করা অভ্যাস ও স্বভাব বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে কঠিন অনুভুত হয়। কোন জিনিসের সহিত মহব্বত পয়দা করার উপায় হইল, জাহেরী ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক অথবা বাতেনী ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর ধ্যান করা। যদি কাহারও চেহারা দেখিয়া অনিচ্ছাকৃত তাহার প্রতি আসক্তি জন্মিয়া যায় তবে কাহারও মধুর কণ্ঠস্বরও অনেক সময় চুম্বকের মত শক্তি রাখে।

(যেমন কবি বলিয়াছেন—)

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد ٭ بسا کیں دولت از گفتار خیزد

অর্থাৎ, প্রেম শুধু রূপ দেখিয়াই হয় না বরং অনেক সময় এই মুবারক দৌলত কথার দ্বারাও পয়দা হইয়া যায়। কাহারও কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হওয়া যেমন মনের অজান্তে তাহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে তেমনি কাহারও কথার মাধুর্য ও গুণাবলী তাহার সহিত মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞগণ লিখিয়াছেন, কাহারও সহিত মহব্বত পয়দা

করার ইহাও একটি পন্থা যে, মন হইতে অন্য সকলের কল্পনা দূর করিয়া শুধু তাহারই যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কল্পনা করা। যেমন স্বভাবজাত প্রেম-প্রণয়ে এইসব বিষয় মনের অজান্তে হইয়া থাকে। যখন কাহারও সুন্দর চেহারা বা হাত নজরে পড়িয়া যায়, তখন মানুষ অন্যান্য অঙ্গসমূহ দেখিবার চেষ্টা সাধনা করে, যাহাতে মহব্বত বাড়িয়া যায়। মনে করে উহাতে মনে শান্তি আসিবে। কিন্তু শান্তি তো আসেই না বরং অস্থিরতা আরও বাড়িয়া যায়। (কবির ভাষায়—)

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

অর্থাৎ, চিকিৎসা যতই করা হইল, রোগ ততই বাড়িয়া চলিল।

জমিনে বীজ বপন করার পর যদি উহাতে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তবে উহাতে যেমন ফসল হয় না, তেমনি যদি মনের অলক্ষে কাহারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার পর সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা হয়, তবে আজ না হউক কাল এই ভালবাসা অন্তর হইতে মিটিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার আপাদমস্তক দেহ সৌষ্ঠব, চালচলন ও কথাবার্তার কল্পনা দ্বারা অন্তরের এই মহব্বতের বীজকে যদি লালন করা হয় তবে প্রতি মুহূর্তে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। (কবি বলিয়াছেন—)

مکتب عشق کے انداز رالے دیکھے   اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

অর্থাৎ, প্রেমের পাঠশালায় ভিন্ন নিয়ম দেখিলাম, ছুটি সে পাইল না যে ছবক ইয়াদ করিয়াছে।

প্রেমের এই ছবক যদি ভুলিয়া যাও, তবে তৎক্ষণাৎ ছুটি পাইয়া যাইবে। ইয়াদ যতই করিবে ততই উহাতে জড়াইয়া যাইবে। এমনিভাবে কোন যোগ্য পাত্রের সহিত ভালবাসা সৃষ্টি করিতে চাহিলে তাহার হৃদয়গ্রাহী গুণাবলী ও তাহার সৌন্দর্যাবলী অনুসন্ধান করিবে। যে পরিমাণ জানা যায় উহার উপর সন্তুষ্টি না হইয়া আরো অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। ক্ষণস্থায়ী মাহবূবের কোন একটি অঙ্গ দেখার উপর পরিতুষ্ট না হইয়া যতটুকু সম্ভব আরও বেশী দেখার লালসা বাকী থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ যিনি প্রকৃতই সকল গুণ ও সৌন্দর্যের মূল উৎস এবং যাহার গুণ-সৌন্দর্য ব্যতীত দুনিয়াতে আর কোন গুণ-সৌন্দর্যই নাই, নিঃসন্দেহে তিনি এমন মাহবূব যাহার গুণাবলী ও সৌন্দর্যের কোন সীমা নাই। তাঁহার এই সীমাহীন গুণাবলীর মধ্য হইতে তাঁহার কালামও একটি। যাহার সম্পর্কে পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি যে, উহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করার

পর আর কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই। প্রেমিকদের জন্য এই সম্পর্কের সমতুল্য আর কি হইতে পারে? (কবির ভাষায়—)

اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری

অর্থাৎ, হে ফুল আমি তোমাকে এই জন্যই ভালবাসি যে, তুমি কাহারও সুবাস বহন করিতেছ।

যাহা হউক যদি এই সম্পর্কের বিষয়টি ছাড়িয়াও দেওয়া হয় যে এই কালামের উদ্ভাবক কে এবং উহা কাহার গুণ, তারপরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উহার যে সকল সম্পর্ক রহিয়াছে, একজন মুসলমানের কালামে পাকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য উহা কম কি? যদি উহাও বাদ দেওয়া হয় তবে স্বয়ং কালামে পাকের মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখুন যে, দুনিয়াতে এমন কোন্ সৌন্দর্য ও গুণ রহিয়াছে যাহা কোন বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় অথচ কালামে পাকের মধ্যে উহা বিদ্যমান নাই। (কবির ভাষায়—)

داماں نگہ تنگ وگل حسن تو بسیار   گل چیں بہار تو زداماں گلہ دارد
فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر   ادائیں لاکھ اور بیتاب دل ایک

অর্থাৎ, তোমার দৃষ্টির আঁচল অতি সংকীর্ণ, নতুবা ফুলের সৌন্দর্যের কোন অভাব ছিল না ; পুষ্প-কাননের বসন্ত কেবল তোমার সঙ্কীর্ণ আঁচলেরই অভিযোগ করে।

আপনার সীমাহীন গুণাবলীর কোন্ কোন্‌টির উপর প্রাণ উৎসর্গ করিব ; লাখো গুণাবলী অথচ অশান্ত মন মাত্র একটি।

পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠকারীর নিকট গোপন থাকার কথা নয় যে, দুনিয়াতে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার দিকে উপরোক্ত হাদীসসমূহে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই এবং প্রেম ও গৌরবের বিষয়সমূহের মধ্য হইতে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার প্রতি কোন প্রেমিক আকৃষ্ট হয় আর সেই বিষয়ে কালামুল্লাহ শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব চরম পর্যায়ে বর্ণিত হয় নাই। যেমন সামগ্রিক ও সার্বজনীন কল্যাণ যাহা পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে উহার সম্পূর্ণই পরিপূর্ণরূপে কালামে পাকের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সর্বপ্রথম হাদীস ঃ সামগ্রিকভাবে যাবতীয় বস্তুর তুলনায় কুরআন পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। মহব্বত ও ভালবাসার যে কোন একটি প্রকারই ধরুন, যদি কোন ব্যক্তির নিকট মহব্বতের অসংখ্য

কারণসমূহের মধ্য হইতে কোন এক কারণে কাহাকেও পছন্দ হয় তবে কুরআন শরীফ সেই সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে উহা হইতে উত্তম। অতঃপর সাধারণভাবে মহব্বত ও সম্পর্ক স্থাপনের যত কারণ হইতে পারে পৃথকভাবেও দৃষ্টান্ত স্থাপনপূর্বক ঐ সবের ঊর্ধ্বে কুরআন পাকের শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২নং হাদীস ঃ লাভ–মুনাফার কারণে যদি কাহারও সহিত মহব্বত হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে যে, আমি কুরআন পাকের তেলাওয়াতকারীকে অন্যান্য সকল দোয়াকারীর তুলনায় বেশী দান করিব। ব্যক্তিগত মর্যাদা, যোগ্যতা ও গুণাবলীর কারণে যদি কাহারও প্রতি আকর্ষণ হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিয়াছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুর উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপ, যেমন মখলূকের উপর আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব, গোলামের উপর মনিবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মালের উপর মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব।

৩নং হাদীস ঃ যদি কেহ ধনসম্পদ, খাদেম–খোদ্দাম ও জীবজন্তুর প্রতি আসক্ত হয় বা কোন এক ধরণের পশু পালনের ব্যাপারে সৌখিন হয়, তবে বিনা পরিশ্রমে জীবজন্তু পাওয়ার চাইতেও কুরআন পাক হাসিল করার শ্রেষ্ঠত্বের কথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪নং হাদীস ঃ কোন সূফী ভাবাপন্ন লোক যদি তাকওয়া–পরহেজগারী হাসিল করিতে আগ্রহী হয়, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য হয় ; তাকওয়া ও পরহেজগারীতে যাঁহাদের সমান হওয়া কঠিন ; এক মুহূর্তও যাঁহারা আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলেন না। তদুপরি যদি কেহ দ্বিগুণ পাওয়াকে কিংবা নিজের মতামতকে দুইজনের মতামতের সমান গণ্য করাকে গৌরবের বিষয় মনে করে, তবে বলা হইয়াছে, ঠেকিয়া ঠেকিয়া তেলাওয়াতকারী দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।

৫নং হাদীস ঃ হিংসা যদি কাহারও অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহার ভিতরে হিংসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া থাকে ; কিছুতেই সে এই অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছে না, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহার যোগ্যতার উপর প্রকৃতই হিংসা হইতে পারে, সে হাফেজে কুরআন।

৬নং হাদীস ঃ যদি কেহ ফল–ফলাদির পাগল হয় এবং উহার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, ফল ছাড়া সে শান্তি পায় না, তবে কুরআন পাক তুরন্জ (কমলালেবু জাতীয় ফল) সমতুল্য। যদি কেহ মিষ্টদ্রব্যের এমন

আসক্ত হয় যে, মিষ্টি ছাড়া তাহার চলে না, তবে কুরআন পাক খেজুর হইতে অধিক মিষ্ট।

৭নং হাদীস ঃ যদি কেহ ইজ্জত–সম্মান ও মেম্বারী–সরদারীর অভিলাষী হয়, উহা ছাড়া সে থাকিতে পারে না, তবে কুরআন পাক দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী।

৮নং হাদীস ঃ যদি কেহ প্রাণ উৎসর্গকারী এমন সাহায্যকারী চায়, যে সকল ঝগড়া–বিবাদে আপন সঙ্গীর পক্ষে লড়াই করিতে সদা প্রস্তুত থাকে, তবে কুরআন পাক এমন সঙ্গী যে, (কিয়ামতের দিন) সকল বাদশার বাদশাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সহিত আপন সঙ্গীর পক্ষে ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী গবেষক তত্ত্ব উদঘাটনের কাজে নিজের জীবন ব্যয় করিতে চায় এবং তাহার নিকট একটি তত্ত্ব উদঘাটন দুনিয়ার সকল আনন্দ হইতেও অধিকতর হয়, তবে কুরআন পাকের অভ্যন্তর যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার।

তদ্রূপ যদি কেহ গুপ্ত রহস্য ও তথ্য আবিস্কার করাকে যোগ্যতা মনে করে, সি.আই.ডি পদের দক্ষতাকে কৃতিত্ব মনে করে এবং ইহার জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, তবে কুরআন পাকের অভ্যন্তরে অন্তহীন গুপ্ত রহস্য রহিয়াছে।

৯নং হাদীস ঃ যদি কেহ সুউচ্চ মহল তৈরীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, সপ্তম তলায় নিজের জন্য খাছ কামরা বানাইতে চায়, তবে কুরআন পাক সপ্তম হাজার তলায় পৌছাইয়া দেয়।

১০নং হাদীস ঃ যদি কেহ এমন ব্যবসা করিতে চায়, যাহাতে কোন পরিশ্রম নাই অথচ লাভ খুব বেশী, তবে কুরআন পাক প্রতি হরফে দশ নেকী দেওয়ায়।

১১নং হাদীস ঃ যদি কেহ সিংহাসন ও রাজমুকুটের কাঙ্গাল হয় আর উহার জন্য সমগ্র দুনিয়ার সহিত লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে কুরআন পাক আপন বন্ধুর পিতামাতাকে এমন মুকুট পরাইয়া দিবে যাহার চমক ও উজ্জ্বলতার দুনিয়াতে কোন তুলনা নাই।

১২নং হাদীস ঃ যদি কেহ ভেল্কিবাজীতে এইরূপ পারদর্শী হইতে চায় যে, হাতে আগুন রাখিতে পারে এবং জ্বলন্ত দিয়াশলাই মুখে পুরিয়া নিতে পারে, তবে কুরআন পাক এমন যে, জাহান্নামের আগুনকেও নিষ্ক্রিয় করিতে পারে।

১৩নং হাদীস ঃ যদি কেহ শাসকগোষ্ঠীর প্রিয় হওয়ার জন্য মরিয়া হইয়া লাগে ; সে গর্ববোধ করে যে, আমার একটি চিঠির কারণে অমুক

বিচারপতি অমুক অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি অমুক ব্যক্তির উপর শাস্তি হইতে দেই নাই। শুধু এইটুকু বিষয় হাসিল করিবার জন্য জজ ও কালেক্টরকে দাওয়াত করিয়া তোষামোদ করিয়া সময় ও টাকা-পয়সা নষ্ট করিয়া থাকে ; প্রতিদিন কোন না কোন একজন জজকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। তবে কুরআন শরীফ তাহার প্রত্যেক বন্ধুর মাধ্যমে এমন দশজনকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করাইয়া দেয় যাহাদের সম্পর্কে জাহান্নামের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে।

১৪নং হাদীস ঃ যদি কেহ খোশবুর পাগল হয়, বাগান ও ফুলের প্রেমিক হয় তবে কুরআন শরীফ খোশবুর ভাণ্ডার। যদি কেহ আতরের আসক্ত হয়, মেশকযুক্ত মেহদীতে গোসল করিতে চায়, তবে কালামে মজীদ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত মেশ্‌ক। আর গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই মেশ্‌কের সহিত ঐ মেশ্‌কের কোন তুলনাই হয় না।

چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

"বস্তুতঃ সেই পাক-পবিত্র ঊর্ধ্বজগতের সহিত এই মর্তজগতের কোন তুলনাই হইতে পারে না।"

কবির ভাষায়—

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں
مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند

"মেশকের সুগন্ধি ছড়ানো (হে প্রেমাস্পদ!) তোমারই কেশগুচ্ছের কাজ, কিন্তু প্রেমিকগণ কারণবশতঃ এই অপবাদ চীনের (কস্তুরীযুক্ত) হরিণের উপর চাপাইয়া দিয়াছে।"

১৫নং হাদীস ঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন প্রকৃতির হয় যে, সে শাস্তির ভয়ে কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় কিন্তু উৎসাহ প্রদান তাহার মধ্যে কোন ক্রিয়া করে না, কুরআন শরীফ হইতে খালি হওয়া ঘরের বরবাদী সমতুল্য।

১৬নং হাদীস ঃ কোন আবেদ যদি সর্বোত্তম এবাদতের তালাশে থাকে এবং সবচাইতে বেশী সওয়াবপূর্ণ এবাদতে মশগুল থাকার আকাঙ্খী হয় তবে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত সর্বোত্তম এবাদত। পরিস্কারভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কুরআন তেলাওয়াত নফল নামায, নফল রোযা, তাসবীহ-তাহলীল এই সবকিছু হইতে উত্তম।

১৭নং ও ১৮নং হাদীস ঃ বহু লোক গর্ভবতী জানোয়ারের প্রতি আগ্রহ রাখে এবং গর্ভবতী জানোয়ার অধিক মূল্যে খরিদ করা হয়। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাইয়া দিয়াছেন এবং বিশেষভাবে এই বিষয়টিকেও দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ উহা হইতেও উত্তম।

১৯নং হাদীস ঃ অধিকাংশ লোক সর্বদা স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তাযুক্ত থাকে। আর এইজন্য ব্যায়াম করে, প্রতিদিন গোসল করে, দৌড়ায়, ভোরে উঠিয়া ভ্রমণ করে, এমনিভাবে কতক লোকের দুঃখ, অশান্তি, চিন্তা, ভাবনা হামেশা লাগিয়া থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, সূরায়ে ফাতেহা প্রত্যেক রোগের শেফা এবং কুরআনে কারীম অন্তরের ব্যাধি দূর করিয়া দেয়।

২০নং হাদীস ঃ গর্বের পূর্বোল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রহিয়াছে, সেই সবগুলি বর্ণনা করা মুশকিল। যেমন, অধিকাংশ লোক বংশমর্যাদার গর্ব করে। কেহ নিজের সুনীতির উপর গর্ব করে। কেহ সর্বজনপ্রিয় বলিয়া গর্বিত, আবার কেহ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশলের দরুন গর্বিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, কুরআনই হইতেছে প্রকৃত গর্বের বিষয়। আর হইবেই না কেন? কুরআনে কারীমই বস্তুতঃ সর্বপ্রকার গুণ ও সৌন্দর্যের আধার।

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

"সকলে মিলিয়া পাইয়াছে যাহা তুমি একা পাইয়াছ তাহা।"

২১নং হাদীস ঃ অধিকাংশ লোকেরই ধনসম্পদ সঞ্চয়ের প্রবল আগ্রহ থাকে। ইহার জন্য খানাপিনা এবং পোশাক-পরিচ্ছদে কম খরচ করে এবং কষ্ট সহ্য করে। ধনসম্পদ জমা করার ঘুরপাকে এমনভাবে ফাঁসিয়া যায় যাহা হইতে বাহির হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বোত্তম সঞ্চয়যোগ্য সম্পদ হইতেছে কালামুল্লাহ। অতএব যত ইচ্ছা কেহ জমা করুক কেননা ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সম্পদ নাই।

২২নং হাদীস ঃ আপনার যদি বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার সখ হয়, আপনি নিজ কামরায় দশটি বৈদ্যুতিক বাল্ব এইজন্য লাগান যাহাতে আপনার কামরা বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলমল করিয়া উঠে তবে কুরআন কারীমের তুলনায় অধিক আলোর বস্তু আর কি হইতে পারে?

আপনি যদি চান যে, আপনার বন্ধু-বান্ধব আপনার কাছে প্রতিদিন কিছু না কিছু হাদিয়া তোহফা পাঠাইতে থাকুক আর এই উদ্দেশ্যেই মানুষের সহিত সম্পর্কও বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং কখনও কোন বন্ধু

নিজের বাগানের ফল আপনার জন্য না পাঠাইলে তাহার সমালোচনা করেন তবে কুরআনে কারীমের চাইতে বেশী হাদিয়া কে পাঠাইতে পারিবে? যে কুরআন তেলাওয়াত করে তাহার কাছে ছাকীনা অর্থাৎ বিশেষ রহমত পাঠানো হয়। সুতরাং আপনার কাহারও প্রতি জীবন উৎসর্গ করার কারণ যদি ইহাই হয় যে, সে আপনার জন্য দৈনিক কিছু হাদিয়া আনিয়া থাকে তবে কুরআন শরীফে উহারও বদল রহিয়াছে।

আপনি যদি কোন মন্ত্রীর এইজন্য সর্বদা পদচুম্বন করিয়া থাকেন যে, সে উচ্চ দরবারে আপনার আলোচনা করিবে। কোন পেশকারের এইজন্য তোষামোদ করেন যে, সে কালেক্টারের নিকট আপনার কিছু প্রশংসা করিবে অথবা কাহারো এইজন্য গুণকীর্তন করেন যে, বন্ধুর মজলিশে আপনার আলোচনা করিবে তবে কুরআনে কারীম প্রকৃত মাহবুব ও আহকামুল হাকিমীনের দরবারে আপনার আলোচনা স্বয়ং প্রিয় ও মনিবের জবানে করাইয়া দেয়।

২৩নং হাদীস ঃ আপনি যদি এই তালাশে থাকেন যে, প্রিয়জনের নিকট সর্বাধিক প্রিয়-বস্তু কি? যাহার জন্য আপনি পাহাড় খুড়িয়া দুধের নহর বাহির করিতেও প্রস্তুত থাকেন তবে মনিবের নিকট কুরআন শরীফ হইতে প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই।

২৪নং হাদীস ঃ আপনি যদি দরবারী হওয়ার জন্য জীবন ব্যয় করিয়া থাকেন এবং বাদশার সহচর হওয়ার জন্য শত সহস্র তদবীর অবলম্বন করিয়া থাকেন তবে কালামুল্লাহ শরীফের মাধ্যমে এমন এক বাদশার সহচরে পরিগণিত হইবেন যাহার সামনে বড় হইতে বড় কোন বাদশাহীর মূল্য নাই। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, কাউন্সিলের মেম্বর হওয়ার জন্য বা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত শিকারে যাওয়ার জন্য আপনি কত কুরবানী করেন, আরাম-আয়েশ ও জানমাল উৎসর্গ করেন, মানুষের মাধ্যমে চেষ্টা-তদবীর করান, দ্বীন-দুনিয়া সব বরবাদ করিয়া দেন। উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, আপনার দৃষ্টিতে ইহা দ্বারা আপনার মর্যাদা লাভ হইবে। যদি তাহাই হয় তবে প্রকৃত মর্যাদার জন্য এবং প্রকৃত হাকিম ও বাদশার সহচর এবং তাঁহার দরবারের সদস্য হওয়ার জন্য কি আপনার সামান্য মনোযোগেরও প্রয়োজনও নাই? আপনি এই লৌকিকতাপূর্ণ মর্যাদার জন্য জীবন ব্যয় করুন কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে জীবনের কিছু অংশ জীবনদাতার জন্যও তো ব্যয় করুন।

২৫নং হাদীস ঃ আপনি যদি চিশতিয়া তরীকার আশেক হইয়া থাকেন এবং এই সকল মজলিস ব্যতীত আপনার শান্তি লাভ না হয় তবে

তেলাওয়াতে কুরআনের মজলিস উহা হইতে বহু গুণে বেশী হৃদয়গ্রাহী এবং যত বড় উপেক্ষাকারী হউক তাহার কানকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লয়।

২৬নং হাদীস ঃ এমনিভাবে আপনি যদি মনিবকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহেন তবে কুরআন তেলাওয়াত করুন।

২৭নং হাদীস ঃ আপনি যদি ইসলামের দাবীদার হন, মুসলমান হওয়ার দাবী করেন, তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হইল, কুরআন শরীফ এইরূপ তেলাওয়াত করুন যেইরূপ উহার হক রহিয়াছে। আপনার নিকট ইসলাম যদি কেবল মৌখিক জমা খরচ না হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সহিত আপনার ইসলামের কোন সম্পর্ক থাকে তবে ইহা আল্লাহর ফরমান এবং তাহার রাসূলের পক্ষ হইতে উহার তেলাওয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। অধিকন্তু আপনার মধ্যে যদি তীব্র জাতীয়তাবোধ থাকিয়া থাকে, আপনি যদি তুর্কী টুপি এইজন্য পরিয়া থাকেন যে, ইহা ইসলামী লেবাস, আপনার কাছে যদি জাতীয় নিদর্শন প্রিয়বস্তু হইয়া থাকে আর ইহা প্রচার করার জন্য আপনি বিভিন্ন রকম চেষ্টা তদবীর অবলম্বন করিয়া থাকেন, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করিয়া থাকেন তবে আল্লাহর রাসূল আপনাকে নির্দেশ দিতেছে যথাসম্ভব কুরআন শরীফের প্রচার করুন।

আমি যদি এইখানে পৌছিয়া জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি তবে অসঙ্গত হইবে না। আপনার পক্ষ হইতে কুরআন প্রচারের ব্যাপারে কতটুকু সহযোগিতা হইতেছে? শুধু ইহাই নহে বরং আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা-ভাবনা করিয়া জওয়াব দিন যে, ইহার প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করার ব্যাপারে আপনার কি পরিমাণ অংশ রহিয়াছে? আজ কুরআনের তালীমকে বেকার বলা হয়, সময় ও জীবন নষ্ট করা, অযথা ও অহেতুক মগজ ক্ষয় করা এবং নিস্ফল মেহনত করা বলা হয়। আপনি হয়ত উহার সহিত একমত নহেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে একদল লোক উক্ত কাজে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টারত রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের নীরবতা উহার সহযোগিতা নহে কি? মানিয়া নিলাম আপনারা এই চিন্তাধারাকে পছন্দ করেন না, কিন্তু আপনাদের এই অপছন্দের দ্বারা কি লাভ হইল?

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن　　خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

অর্থাৎ, মানিয়া লইলাম যে, তুমি আমার প্রতি উদাসীন থাকিবে না ;

কিন্তু তোমার চেতনা লাভের আগেই আমি ধুলায় মিশিয়া যাইব।

বর্তমানে কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে এইজন্য অস্বীকার করা হইতেছে যে, মসজিদের মোল্লারা ইহাকে পেট পালার একটা পন্থা বানাইয়া নিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে তাহাদের নিয়তের উপর বিরাট এক হামলা এবং একটি বড় কঠিন দায়-দায়িত্বের ব্যাপার সময়মত যাহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। ইহার পরও আমি অত্যন্ত আদবের সহিত জিজ্ঞাসা করি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই বিষয় একটু চিন্তা করুন যে, এই সকল স্বার্থপর মোল্লাদের স্বার্থপরতার ফলাফল আজ দুনিয়াতে আপনারা কি দেখিতেছেন, আর আপনাদের নিঃস্বার্থ মতামতসমূহের ফলাফল কি হইবে? এবং কালামে পাকের প্রচার ও প্রসারে আপনাদের সুপরামর্শ ও মতামতসমূহ হইতে কতটুকু সহযোগিতা মিলিবে। যাহাই বলুন না কেন আপনাদের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হইল কুরআন পাকের প্রচার করা। এই ব্যাপারে আপনারা নিজেরাই ফয়সালা করুন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দ্বারা কতটুকু পালন করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

আরেকটি বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য করুন, অনেকে মনে করে আমরা তাহাদের এই চিন্তাধারার সহিত শরীক নাই, তাই আমাদের কিছু কি ক্ষতি হইবে? কিন্তু ইহাতে আপনারাও আল্লাহর পাকড়াও এবং শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবেন না। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, যখন মন্দকাজ প্রবল হইবে।

অপর এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা কোন এক গ্রামকে উল্টাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! এই গ্রামে এমন একজন ব্যক্তি রহিয়াছে যে কখনও গোনাহ করে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু আমার নাফরমানী হইতেছে দেখিয়াও তাহার কপালে কখনও বিরক্তির ভাঁজ পড়ে নাই।

বস্তুতঃ ওলামায়ে কেরামকে এই সমস্ত কারণই নাজায়েয কাজ দেখিলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে বাধ্য করে। আমাদের মুক্ত চিন্তাধারার লোকেরা যাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া আখ্যায়িত করেন। আপনারা নিজেদের প্রশস্ত চিন্তাধারা ও উদার স্বভাবের উপর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

কেননা এই দায়িত্ব শুধু আলেম সমাজের উপরই ন্যস্ত নহে বরং ইহা এইরূপ প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব। যে কোন নাজায়েয কাজ হইতে দেখিয়া বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহাতে বাধা দেয় না। বেলাল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, গোনাহ যখন গোপনে করা হয় তখন উহার দায়-দায়িত্ব কেবল ঐ গোনাহগার ব্যক্তির উপরই আসে। আর যখন প্রকাশ্যে হয় এবং উহাতে বাধা না দেওয়া হয় তখন উহার শাস্তি ব্যাপক হইয়া যায়।

২৮নং হাদীস ঃ আপনি যদি ইতিহাসপ্রিয় হন এবং যেখানে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় আপনি উহা সংগ্রহ করার জন্য সফর করেন তবে কুরআন শরীফে বিগত যুগের সকল নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য কিতাবসমূহের বিকল্প মওজুদ রহিয়াছে।

২৯নং হাদীস ঃ আপনি যদি এইরূপ উচ্চমর্যাদা লাভের আকাংখা করেন যে, নবীদেরকে আপনার মজলিশে বসার ও শরীক হওয়ার হুকুম করা হউক, তবে ইহাও শুধু কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যেই মিলিবে।

৩০নং হাদীস ঃ আপনি যদি এতই অলস হন যে কোন কাজই করিতে পারেন না, তবে বিনা পরিশ্রম ও বিনা কষ্টে মর্যাদা লাভও শুধু কুরআন শরীফের মধ্যে মিলিবে। কোন মক্তবে বসিয়া চুপচাপ বাচ্চাদের কুরআন শরীফ পড়া শুনিতে থাকুন এবং বিনা কষ্টে সওয়াব লাভ করিতে থাকুন।

৩১নং হাদীস ঃ আপনি যদি বৈচিত্র্যপ্রিয় হইয়া থাকেন, কোন এক বিষয় বিরক্তি আসিয়া যায় তবে কুরআনে কারীমের অর্থের মধ্যে বিভিন্ন রকম ও বিচিত্র বিষয়াবলীর জ্ঞান অর্জন করুন। কোথাও রহমতের আলোচনা, কোথাও আজাবের আলোচনা, কোথাও কিচ্ছা-কাহিনী, কোথাও হুকুম-আহকাম। আবার তেলাওয়াতের অবস্থায় কখনও জোরে ও কখনও আস্তে পড়ুন।

৩২নং হাদীস ঃ আপনার গোনাহ যদি সীমা ছাড়াইয়া গিয়া থাকে আর আপনার মৃত্যুর একীন রহিয়াছে তাহা হইলে কুরআন তেলাওয়াতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিবেন না। কেননা, কুরআনে কারীমের ন্যায় সুপারিশকারী পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু কুরআনে কারীমের সুপারিশ গৃহীত হওয়া নিশ্চিত।

৩৩নং হাদীস ঃ অনুরূপভাবে আপনি যদি এত বেশী পদমর্যাদাসম্পন্ন হইয়া থাকেন যে, ঝগড়াটে মানুষকে ভয় পান এবং লোকদের ঝগড়ার ভয়ে আপনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে কুরআনের অভিযোগকে ভয় করুন। কেননা, কুরআনের চাইতে বেশী ঝগড়াটে

আপনি আর কাহাকেও পাইবেন না। দুই পক্ষের ঝগড়ার মধ্যে প্রত্যেকের কোন না কোন সমর্থক থাকে। কিন্তু কুরআনের ঝগড়ার মধ্যে তাহার দাবীকেই সমর্থন করা হয়, সকলে তাহাকে সত্যবাদী বলিবে। আর আপনার কোন সমর্থনকারী থাকিবে না।

৩৪নং হাদীস ঃ আপনি যদি এমন একজন পথপ্রদর্শক চাহেন যে আপনাকে প্রিয়জনের বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে তবে আপনি কুরআন তেলাওয়াত করুন। আপনি কারারুদ্ধ হওয়ার ভয় করেন তবে সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত আপনার কোন গত্যন্তর নাই।

৩৫নং হাদীস ঃ আপনি যদি নবী রাসূলগণের এলেম লাভ করিতে চান এবং উহার আকাঙ্ক্ষী ও আগ্রহী হন তবে কুরআন তেলাওয়াত করুন এবং এই বিষয়ে যত ইচ্ছা যোগ্যতা অর্জন করুন। আপনি যদি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য জীবন দিতে তৈয়ার থাকেন তবে বেশী বেশী কুরআন কারীমের তেলাওয়াত করুন।

৩৬নং হাদীস ঃ যদি আপনার চঞ্চল মন সর্বদা শিমলা ও মনসুরীর চূড়াতেই ভ্রমণ করার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় এবং শত প্রাণে হইলেও আপনি একটি পাহাড়ে ভ্রমণের জন্য কুরবান, তবে কুরআনে কারীম এমন এক সময় আপনাকে মুশকের পাহাড়ে ভ্রমণ করাইবে যখন সবাই নাফসী নাফসী বলিবে।

৩৭, ৩৮ ও ৩৯নং হাদীস ঃ আপনি যদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ত্যাগীদের সর্বোচ্চ তালিকাভুক্ত হইতে চাহেন এবং রাতদিন নফল এবাদত হইতে আপনার অবসর নাই, তবে জানিয়া রাখুন কুরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উহার চাইতে অগ্রগামী।

৪০নং হাদীস ঃ আপনি যদি দুনিয়ার সর্বপ্রকার ঝগড়া-ফাসাদ হইতে মুক্ত থাকিতে চান এবং সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে দূরে থাকিতে পছন্দ করেন তবে একমাত্র কুরআনের মধ্যেই উহা হইতে মুক্তি রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট হাদীস

১নং হাদীস ঃ আপনি যদি কোন চিকিৎসকের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চান তবে সূরায়ে ফাতেহায় প্রত্যেক রোগের শেফা রহিয়াছে।

২নং হাদীস ঃ যদি আপনার সীমাহীন প্রয়োজনসমূহ পুরা না হয়, তাহা হইলে আপনি প্রতিদিন সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত করেন না কেন?

৩নং হাদীস ঃ টাকা পয়সার সহিত যদি আপনার এতই ভালবাসা

থাকিয়া থাকে যে, ইহা ছাড়া আপনি আর কিছু বুঝেন না তবে আপনি প্রতিদিন সূরায়ে ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করেন না কেন?

৪নং হাদীস ঃ আপনি যদি সর্বদা কবরের আজাবে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন আর উহা সহ্য করিবার ক্ষমতা আপনার নাই তবে উহার জন্যও কালামে পাকের মধ্যে মুক্তি রহিয়াছে।

৫নং হাদীস ঃ আপনার যদি এমন কোন স্থায়ী কাজের প্রয়োজন হয় যাহাতে আপনার মূল্যবান সময় কাটিবে তবে উহার জন্য কুরআনে পাক হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু মিলিবে না।

৬-৭নং হাদীস ঃ কিন্তু এমন যেন না হয় যে, এই সম্পদ লাভ হওয়ার পর ছিনাইয়া নেওয়া হইল, কেননা রাজত্ব লাভ হওয়ার পর হারাইয়া যাওয়া বড়ই আফসোস ও ক্ষতির বিষয় হইয়া থাকে। আর এমন কোন কাজও যেন না হয় যাহাতে নেকী বরবাদ ও গোনাহ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

আমার মত অধম কুরআনে কারীমের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে কতটুকু আর অবগত হইতে পারে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানানুসারে বাহ্যতঃ যতটুকু বুঝে আসিয়াছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার পথ খুলিয়া গিয়াছে। কেননা মহব্বত ও ভালবাসার উপকরণ বিশেষজ্ঞদের মতে পাঁচটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। (১) স্বীয় অস্তিত্ব। কেননা স্বভাবতঃ মানুষ ইহাকে ভালবাসে। আর কুরআনে কারীমে যেহেতু বিপদাপদ হইতে নিরাপত্তা রহিয়াছে। কাজেই উহা আপন হায়াত ও স্থায়ীত্বের কারণ (২) স্বভাবতঃ মিল ও সম্পর্ক। যাহার ব্যাপারে ইহার চেয়ে অধিক পরিস্কারভাবে আর কি বলিতে পারি যে, কুরআন সিফাতে ইলাহী। আর মালিক ও মালিকাধীনের, মনিব ও গোলামের পরস্পরে যে মিল ও সম্পর্ক রহিয়াছে উহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই অজানা নহে।

ہست ربّ الناس را با جان ناس　　اِتصال بے تکیف و بے قیاس
سب سے ربطِ آشنائی ہے اسے　　دِل میں ہر اک کے رسائی ہے اُسے

মানুষের পরওয়ারদিগারের সহিত মানুষের প্রাণের এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যাহা ব্যক্ত করা যায় না ; ধারণা করা যায় না। সকলের সহিত তাহার পরিচয় ও সম্পর্ক রহিয়াছে, সকলের অন্তরে তিনি পৌছিতে পারেন। (৩) সৌন্দর্য। (৪) গুণ। (৫) ইহ্সান ও অনুগ্রহ।

এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসসমূহের আলোকে যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে সৌন্দর্য ও গুণ সম্পর্কে আমার মত স্বল্প জ্ঞানীর বর্ণনার উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নিঃসংকোচে

এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিবেন যে, সম্মান ও গৌরব, শান্তি ও আনন্দ, সৌন্দর্য ও গুণাবলী, দয়া ও অনুগ্রহ, তৃপ্তি ও আরাম, ধন ও দৌলত, মোটকথা এমন কোন বিষয় পাইবেন না যাহা মহব্বতের উপকরণ হইতে পারে, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব সহকারে উহার সকল বিষয়ের উপর কুরআন শরীফকে প্রাধান্য দেন নাই। তবে পর্দায় ঢাকা থাকা দুনিয়ার নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধিমান লোক লিচুর কাঁটাযুক্ত খোসার কারণে সুস্বাদু মগজ খাওয়া হইতে বিরত থাকে না। কোন আত্মহারা প্রেমিক তাহার প্রিয়তমাকে পর্দায় ঢাকা থাকার কারণে ঘৃণা করে না বরং পর্দা সরাইয়া তাহাকে দেখার চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতে সক্ষম না হয় তবে পর্দার উপর দিয়া দেখিয়াই চক্ষু শীতল করিয়া নিবে। যখন নিশ্চিত হইয়া যাইবে যে, যাহার জন্য বৎসরের পর বৎসর অধির আগ্রহে রহিয়াছি, সে এই চাদরের ভিতর রহিয়াছে, তখন ঐ চাদর হইতে তাহার দৃষ্টি সরা অসম্ভব হইবে।

অনুরূপভাবে কুরআনে পাকের এই সকল ফযীলত, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য মওজুদ থাকার পরও যদি কোন পর্দা ও অন্তরালের কারণে উপলব্ধি না হয় তবে ইহা হইতে বিমুখ হওয়া কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। বরং স্বীয় ত্রুটির জন্য আফসোস করিবে এবং কুরআনের মহত্ত্বের বিষয়ে চিন্তা করিবে।

হযরত ওসমান (রাযিঃ) ও হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, অন্তর যদি নাপাকী হইতে পাক হইযা যায় তবে কালামুল্লাহ তেলাওয়াতের দ্বারা কখনও তৃপ্ত হইবে না।

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, বিশ বৎসর আমি খুব কষ্ট করিয়া কুরআনে কারীম পড়িয়াছি এবং বিশ বৎসর যাবত আমি উহার শীতলতা লাভ করিতেছি। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি গোনাহ হইতে তৌবা করতঃ চিন্তা করিবে সে কালামে পাককে এই কথার প্রমাণকারী পাইবে—

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

অর্থাৎ, সকলে মিলিয়া যে সৌন্দর্য রাখে তুমি একাই তাহা ধারণ কর।

হায়! এই সমস্ত শব্দ যদি আমার জন্যও প্রযোজ্য হইত, তবে কতই না ভাল হইত!

পাঠকদের কাছে আমি ইহাও আরজ করিব, তাহারা যেন লেখকের প্রতি লক্ষ্য না করেন, কেননা আমার অযোগ্যতা যেন আপনাদেরকে মহান উদ্দেশ্য হইতে বিরত না রাখে। বরং আমার কথার প্রতি লক্ষ্য করুন

এবং এই সমস্ত কথা আমি যেখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি উহার প্রতি লক্ষ্য করুন। আমি তো মাঝখানে কেবল পৌছানোর মাধ্যম মাত্র। এই পর্যন্ত পৌছার পর আল্লাহ পাকের জন্য মোটেও অসম্ভব নয় যে, তিনি কোন অন্তরে কুরআন পাক হেফয করার আগ্রহ পয়দা করিয়া দেন। সুতরাং যদি ছোট শিশুকে কুরআন হেফজ করাইতে চান তাহা হইলে তাহার শৈশবই ইহার জন্য সাহায্যকারী হইবে অন্য কোন আমলের প্রয়োজন নাই। আর যদি কেহ বড় হইয়া হেফজ করিতে চায় তবে তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো একটি পরীক্ষিত আমল লিখিয়া দিতেছি, যাহা তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত আলী (রাযিঃ) আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হউক, কুরআন পাক আমার সিনা হইতে বাহির হইয়া যায়, যাহা মুখস্থ করি তাহা ভুলিয়া যাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এমন নিয়ম বাতাইয়া দিব যাদ্বারা তুমি নিজেও উপকৃত হইবে আর যাহাকে শিখাইবে সেও উপকৃত হইবে। আর যাহা কিছু তুমি শিখিবে তাহা ভুলিবে না। হযরত আলী (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন জুমআর রাত্র (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র) আসিবে তখন সম্ভব হইলে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিবে এবং ইহা খুবই উত্তম। এই সময় ফেরেশতারা নাযিল হয়। এই সময়ে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়, এই সময়ের অপেক্ষায়ই হযরত ইয়াকুব (আঃ) আপন ছেলেদিগকে বলিয়াছিলেন, "অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আপন রবের নিকট এস্তেগফার করিব।" অর্থাৎ, জুমআর রাত্রে। যদি ঐ সময় জাগ্রত হওয়া সম্ভব না হয় তবে অর্ধ রাত্রে আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে শুরু রাত্রেই দাঁড়াইয়া চার রাকাত নফল নামায এই নিয়মে পড়িবে—

প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করার পর সূরায়ে ইয়াসীন পড়িবে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে দুখান পড়িবে, তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে আলিফ লাম মীম সেজদা পড়িবে এবং চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে মুলক পড়িবে। 'আত্তাহিয়্যাত' শেষ করার পর (নামায শেষ করিয়া) আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করিবে, তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। সমস্ত নবীর প্রতি

দুরূদ পাঠ করিবে, সমস্ত মুমেনের জন্য এবং ঐ সমস্ত মুসলমান ভাইয়ের জন্য এস্তেগফার করিবে যাহারা পূর্বে মারা গিয়াছে। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে—

ফায়দা ঃ দোয়া পরে আসিতেছে। দোয়ার শুরুতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা করার হুকুম করিয়াছেন। তাই বিভিন্ন রেওয়ায়াত হইতে শরহে হিসনে হাসীন ও মুনাজাতে মকবুল নামক কিতাবে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত দোয়া উল্লেখ করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি। যাহারা নিজে নিজে পড়িতে পারে না তাহারা ইহা পড়িবে, আর যাহারা নিজে পড়িতে পারে তাহারা ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া হামদ ও সালাতকে উত্তমরূপে আরও অধিক পরিমাণে পড়িবে।

দোয়াটি এই—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَدَدَ
خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ
وَمِدَادَ كَلِمٰتِهٖ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ
ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ
عَلٰى نَفْسِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ
الْاُمِّىِّ الْهَاشِمِىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ
اَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلٰى
سَائِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ
وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ رَبَّنَا
اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَ لِجَمِيْعِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ

تمام تعریف جہانوں کے پروردگار کے
لئے ہے ایسی تعریف جو اس کی مخلوقات
کے اعداد کے برابر ہو، اس کی مرضی کے
موافق ہو، اس کے عرش کے وزن کے
برابر ہو، اس کے کلمات کی سیاہیوں
کے برابر ہو۔ اے اللہ میں تیری تعریف کا
احاطہ نہیں کرسکتا۔ تو ایسا ہی ہے جیساکہ
تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔ اے اللہ
ہمارے سردار نبیٔ اُمّی اور ہاشمی پر درود
سلام اور برکات نازل فرما اور تمام نبیوں
اور رسولوں اور ملائکہ مقربین پر بھی۔ اے
ہمارے ربّ ہماری اور ہم سے پہلے مسلمانوں
کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں مومنین
کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر۔ اے ہمارے
رب تو مہربان اور رحیم ہے۔ اے الٰہ العالمین
میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِنَّكَ
سَمِيْعٌ مُّجِيْبُ الدَّعَوَاتِ ط

اور مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ بیشک تو
دُعاؤں کو سُننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এমন প্রশংসা যাহা তাঁহার সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ হয়, তাঁহার সন্তুষ্টি অনুপাতে হয়, তাঁহার আরশের ওজন পরিমাণ হয় এবং তাঁহার কালিমাসমূহের কালি পরিমাণ হয়। হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি ঐরূপ—যেইরূপ আপনি নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সরদার উম্মী ও হাশেমী নবীর প্রতি দুরূদ সালাম ও বরকত নাযিল করুন। এমনিভাবে সমস্ত নবী রাসূল এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের প্রতি নাযিল করুন। হে আমাদের রব! আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুসলমানদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদের অন্তরে মুমেনদের ব্যাপারে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। হে আমাদের রব, আপনি মেহেরবান ও দয়ালু। হে সমগ্র জগতের মাবুদ! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমেন মুসলমানকে মাফ করিয়া দিন নিশ্চয় আপনি দুয়া শ্রবণকারী ও কবুলকারী।

অতঃপর ঐ দোয়া পড়িবে যাহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে শিখাইয়াছেন। উহা এই—

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ
اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِىْ وَارْحَمْنِىْ اَنْ
اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِىْ وَارْزُقْنِىْ
حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّىْ
اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ
الَّتِىْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ
يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ
اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِىْ حِفْظَ كِتَابِكَ
كَمَا عَلَّمْتَنِىْ وَارْزُقْنِىْ اَنْ
اَقْرَاَهٗ عَلَى النَّحْوِ الَّذِىْ يُرْضِيْكَ
عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَ

اے الٰہ العالمین مجھ پر رحم فرما کہ جب
تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا
رہوں اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں
میں کُلفت نہ اُٹھاؤں، اور اپنی مرضیات
میں خوش نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ زمین
اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے
اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ
یا عزّت کے مالک جس کے حصول کا
ارادہ بھی ناممکن ہے۔ اے اللہ اے رحمٰن
میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور
کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح
تو نے اپنی کلام پاک مجھے سکھادی اسی

الْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَاتُرَامُ اَسْئَلُكَ
يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَ
نُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ
بَصَرِىْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِىْ وَ
اَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِىْ وَ اَنْ
تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِىْ وَاَنْ تَغْسِلَ
بِهٖ بَدَنِىْ فَاِنَّهٗ لَايُعِيْنُنِىْ عَلَى
الْحَقِّ غَيْرُكَ وَ لَايُؤْتِيْهِ اِلَّا
اَنْتَ وَ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ط

طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں
کردے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس
کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو
جاوے۔ اے اللہ زمین اور آسمانوں کے
بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور
بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے
مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن
اے اللہ اے رحمٰن میں تیری بزرگی اور تیری
ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا
ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور
سے منور کردے اور میری زبان کو اس پر
جاری کردے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کردے اور میرے سینے
کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھودے کہ حق
پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں
کر سکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی، مگر اللہ برتر و
بزرگی والے کی مدد سے۔

অর্থ ঃ হে সমগ্র জগতের মাবুদ! আপনি আমার প্রতি রহম করুন যেন যতদিন জীবিত থাকি আমি গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি। আমার প্রতি আরও রহম করুন যেন আমি অনর্থক বিষয়ে কষ্ট না করি। আর আপনার সন্তুষ্টিজনক বিষয়ে সুদৃষ্টি নসীব করুন। হে আল্লাহ! নমুনাবিহীন আসমান–যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ব ও মহিমার অধিকারী, এমন ইজ্জত বা প্রতাপের অধিকারী যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও অসম্ভব হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার নূরের ওসীলায় আপনার কাছে দরখাস্ত করিতেছি যে, যেভাবে আপনি আপনার কালামে পাক আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে উহার স্মরণও আমার অন্তরে গাঁথিয়া দিন। আর আপনি আমাকে উহা এমনিভাবে পড়ার তৌফিক দান করুন যেমনিভাবে পড়িলে আপনি খুশী হইবেন। হে আল্লাহ! নমুনাবিহীন আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ব ও মহিমার

মালিক, এমন ইজ্জত বা প্রতাপের মালিক যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও অসম্ভব। হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার নূরের ওসীলায় আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপন কিতাবের নূরের দ্বারা আমার দৃষ্টিকে আলোকিত করিয়া দিন আর আমার যবানকে উহার উপর চলমান করিয়া দিন এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার বক্ষকে খুলিয়া দিন, আমার শরীর হইতে গোনাহের ময়লা ধৌত করিয়া দিন। হক বিষয়ে আপনি ব্যতীত আর কেহই সাহায্যকারী নাই, আর আপনি ছাড়া আমার এই আশা অন্য কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। মহান আল্লাহর মদদ ও সাহায্য ব্যতীত গোনাহ হইতে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি লাভ হইতে পারে না।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী! তুমি তিন জুমআ অথবা পাঁচ জুমআ অথবা সাত জুমআ পর্যন্ত এই আমল করিবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমার দোয়া কবুল হইবে। ঐ সত্তার কসম যিনি আমাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন কোন মুমেনের দোয়াই বৃথা যাইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পাঁচ জুমআ বা সাত জুমআ অতিবাহিত হওয়ার পরই হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইতিপূর্বে আমি প্রায় চার আয়াত করিয়া পড়িতাম তাহাও মুখস্থ থাকিত না। এখন আমি প্রায় চল্লিশ আয়াত করিয়া পড়ি আর তাহা এমনভাবে মুখস্থ হইয়া যায় যেন কুরআন শরীফ আমার সম্মুখে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্বে আমি হাদীস শুনিতাম, আবার যখন উহা পুনরায় বলিতাম ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এখন বহু হাদীস শোনার পরও যখন অন্যের কাছে বর্ণনা করি তখন একটি অক্ষরও ছুটে না।

আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর রহমতের ওসীলায় আমাকেও কুরআন হাদীস মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন, আপনাদিগকেও দান করুন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ
وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

উপসংহার

উপরে যে চল্লিশ হাদীস লেখা হইয়াছে উহা একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে সংক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। যেহেতু

এই যমানায় লোকের হিম্মত কমিয়া গিয়াছে, দ্বীনের জন্য সামান্য একটু কষ্ট সহ্য করাও কঠিন মনে হয় তাই এখানে অন্য একটি চল্লিশ হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একই স্থানে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ইহার বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এমনভাবে সমন্বিত হইয়াছে যাহার নজীর পাওয়া মুশকিল। কানযুল উম্মালে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের এক জামাতের সহিত এই হাদীসকে সম্পর্কযুক্ত করা হইয়াছে। এমনিভাবে মাওলানা কুতুবুদ্দীন মুহাজিরে মক্কীও ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বীনের সহিত যাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহারা যদি হাদীসগুলি মুখস্থ করিয়া নেন তাহা হইলে কতই না উত্তম হইবে। যেন কড়ির বিনিময়ে মুক্তা পাওয়ার মত। উক্ত হাদীস এই—

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا الَّتِيْ قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ اُمَّتِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ وَتُصَلِّيَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَالْوِتْرَ لَا تَتْرُكُهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ وَّلَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَاْكُلْ مَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا وَّلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ وَلَا تَزْنِ وَلَا تَحْلِفْ بِاللّٰهِ كَاذِبًا وَّلَا تَشْهَدْ شَهَادَةَ زُوْرٍ وَّلَا تَعْمَلْ بِالْهَوٰى وَلَا تَغْتَبْ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَقْذِفِ الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَغُلَّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَلْعَبْ وَلَا تَلْهُ مَعَ اللَّاهِيْنَ وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيْرِ يَا قَصِيْرُ تُرِيْدُ بِذٰلِكَ عَيْبَهٗ وَلَا تَسْخَرْ بِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ الْاَخَوَيْنِ وَاشْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى نِعْمَتِهٖ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِيْبَةِ وَلَا تَاْمَنْ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَلَا تَقْطَعْ اَقْرِبَائَكَ وَصِلْهُمْ وَلَا تَلْعَنْ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَلَا تَدَعْ حُضُوْرَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَا تَدَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَلٰى كُلِّ

حَالٍ - (رواه الحافظ ابو القاسم بن عبد الرحمٰن بن محمد بن اسحاق بن مندة والحافظ ابو الحسن علی بن ابی القاسم بن بابويه الرازی فی الاربعين وابن عساكر والرافعی عن سلمان)

অর্থ ঃ হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ চল্লিশ হাদীস যাহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহা মুখস্থ করিবে সে জান্নাতে যাইবে উহা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

১. ঈমান আনিবে আল্লাহর প্রতি অর্থাৎ তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি।

২. আখেরাতের দিনের প্রতি,

৩. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের প্রতি,

৪. কিতাবসমূহের প্রতি,

৫. সমস্ত নবীগণের প্রতি,

৬. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি,

৭. তাকদীরের প্রতি অর্থাৎ ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়,

৮. আর এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সত্য রাসূল।

৯. প্রত্যেক নামাযের সময় পূর্ণ ওযু করিয়া নামায কায়েম করিবে। (পূর্ণ অযু হইল, যাহার মধ্যে আদব ও মুস্তাহাব বিষয়সমূহের প্রতি খেয়াল রাখা হয়। আর প্রত্যেক নামাযের সময় দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতন ওযূ করিবে যদিও পূর্ব হইতে ওযূ থাকে। কেননা ইহা মুস্তাহাব। আর 'নামায কায়েম করা' দ্বারা উহার সমস্ত সুন্নত এবং মুস্তাহাবের এহতেমাম করা উদ্দেশ্য। যেমন অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, জামাতে কাতারসমূহ সোজা করা, কাতার বাঁকা না হওয়া ও মধ্যখানে খালি না থাকা ইহাও নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত।

১০. যাকাত আদায় করিবে।

১১. রমযানের রোযা রাখিবে।

১২. মাল থাকিলে হজ্জ করিবে অর্থাৎ যাতায়াত খরচ বহন করার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করিবে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালই না যাওয়ার

কারণ হইয়া থাকে তাই মালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নতুবা উদ্দেশ্য হইল হজ্জের শর্তসমূহ যদি পাওয়া যায় তবে হজ্জ করিবে।

১৩. দৈনিক বার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করিবে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা অন্য হাদীসে এইরূপ আসিয়াছে—ফজরের ফরযের আগে দুই রাকাত, যোহরের ফরযের আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকাত এবং এশার ফরযের পরে দুই রাকাত।

১৪. বিতরের নামায কোন রাত্রেই তরক করিবে না। (যেহেতু এই নামাযের গুরুত্ব সুন্নতে মুয়াক্কাদার চাইতেও বেশী তাই এত তাকিদের সহিত বলিয়াছেন।)

১৫. আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না।

১৬. পিতামাতার অবাধ্যতা করিবে না।

১৭. জুলুম করিয়া ইয়াতিমের মাল খাইবে না। (অর্থাৎ, যদি কোন কারণে এতীমের মাল খাওয়া জায়েয হয় যেমন কোন কোন অবস্থাতে হইয়া থাকে তবে কোন দোষ নাই।)

১৮. শরাব পান করিবে না।

১৯. যিনা করিবে না।

২০. মিথ্যা কসম খাইবে না।

২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

২২. নফসের খাহেশ অনুযায়ী চলিবে না।

২৩. মুসলমান ভাইয়ের গীবত করিবে না।

২৪. সচ্চরিত্রা মহিলাকে অপবাদ দিবে না। (এমনিভাবে সচ্চরিত্র পুরুষকেও না।)

২৫. মুসলমান ভাইয়ের সহিত বিদ্বেষ রাখিবে না।

২৬. খেলাধুলায় লিপ্ত হইবে না।

২৭. রং-তামাশায় অংশগ্রহণ করিবে না।

২৮. কোন খাটো লোককে দোষ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে খাটো বলিবে না। (অর্থাৎ যদি কোন নিন্দাসূচক শব্দ এইরূপ প্রচলিত হইয়া থাকে যে, উহা বলার দ্বারা দোষ বুঝায় না এবং দোষের নিয়তে বলাও হয় না, যেমন কাহারো নাম বুদ্ধু বলিয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এমতাবস্থায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা জায়েয নাই।)

২৯. কাহাকেও উপহাস করিবে না।

৩০. মুসলমানদের মধ্যে চোগলখোরী করিবে না।

৩১. সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করিবে।

৩২. বালা-মুসীবতে সবর করিবে।

৩৩. আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভয় হইবে না।

৩৪. আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না।

৩৫. বরং তাহাদের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবে।

৩৬. আল্লাহর কোন মখলুককে লা'নত করিবে না।

৩৭. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এর ওযীফা বেশী বেশী পড়িবে।

৩৮. জুমআ এবং দুই ঈদে উপস্থিত হওয়া ছাড়িবে না।

৩৯. এই একীন ও বিশ্বাস রাখিবে যে, শান্তি বা কষ্ট যাহা তোমার নিকট পৌছিয়াছে উহা তকদীরে ছিল যাহা হটিবার ছিল না, আর যাহা পৌছে নাই উহা কখনও পৌছার ছিল না।

৪০. কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত কখনও ছাড়িবে না।

সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ যদি এই হাদীস মুখস্থ করে তবে তাহার কি সওয়াব লাভ হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়া (আঃ) এবং ওলামায়ে কেরামের সহিত তাহার হাশর করিবেন।

আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া আমাদিগকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে তাঁহার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন তবে ইহা তাঁহার দয়ার কাছে অসম্ভব কিছু নহে।

পাঠক ভাইদের কাছে আমার সবিনয় আরজ যে, তাহারা এই অধমকেও নেক দোয়ার দ্বারা সাহায্য করিবেন।

وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

মুহাম্মদ যাকারিয়্যা কান্ধলবী উফিয়া আনহু
মুকীম ঃ মাজাহিরুল উলূম, সাহারানপুর
২৯শে যিলহজ্জ, ১৩৪৮ হিজরী
বৃহস্পতিবার।

সূচীপত্র

ফাযায়েলে যিকির

॥ ॥ ॥



نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ
حَمَلَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের মধ্যে যে বরকত, লজ্জত, স্বাদ, আনন্দ ও শান্তি রহিয়াছে, তাহা এমন কোন ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নহে, যে কিছুদিন এই পাক নামের যিকির করিয়াছে এবং দীর্ঘ সময় উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই পবিত্র নাম অন্তরের সুখ ও শান্তির কারণ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (سورہ رعد-رکوع ۴)

অর্থ ঃ তোমরা ভালভাবে বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার যিকির (–এর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, ইহার) দ্বারা অন্তর শান্তি লাভ করে।

(সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ২৮)

বর্তমান দুনিয়াতে পেরেশানী ব্যাপক হইয়া গিয়াছে ; সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রতিদিন চিঠিপত্রের মাধ্যমে লোকেরা বিভিন্ন পেরেশানী ও অশান্তির খবর লিখিয়া পাঠাইতেছে। এই কিতাবের উদ্দেশ্য হইল, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে পেরেশান লোকেরা যেন নিজেদের চিকিৎসা ও ঔষধ জানিয়া লইতে পারে এবং সৌভাগ্যবান লোকেরা যেন আল্লাহর যিকিরের মাহাত্ম্য জানিয়া লাভবান হইতে পারে। আর ইহাও অসম্ভব নহে যে, এই কিতাবের ওসীলায় কোন বান্দা এখলাসের সহিত আল্লাহর নাম লইবার তাওফীক পাইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে আমি অধম ও বেআমলের জন্য ইহা এমন সময় কাজে আসিবে যখন একমাত্র আমলই কাজে আসিয়া থাকে। হাঁ, আল্লাহ তায়ালা যদি কাহাকেও আমল ছাড়াই নিজ রহমতে নাজাত দিয়া দেন, তবে উহা ভিন্ন কথা।

এই কিতাব লেখার পিছনে ইহাও একটি বিশেষ কারণ যে, আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)কে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতা ও জয্‌বা দান করিয়াছেন। তাঁহার তবলীগে–দ্বীনের যে তৎপরতা বর্তমানে ভারতের সীমান্ত পার হইয়া সুদূর হেজায পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে, উহার এখন আর কাহারও পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। উহার সুফল দ্বারা সাধারণভাবে ভারত ও বহির্ভারত এবং বিশেষ করিয়া মেওয়াতবাসীগণ যে কি পরিমাণ উপকৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা ওয়াকিফহাল মহলের নিকট অজানা নাই। তাঁহার তবলীগী উসূলগুলি এমনই মজবূত ও পরিপক্ক যে, স্বভাবতই এইগুলির সুফল ও বরকত নিশ্চিত। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি হইল, মোবাল্লেগগণ আল্লাহর যিকিরের প্রতি যত্নবান হইবে। বিশেষতঃ তবলীগের কাজ করার সময়গুলিতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করিতে থাকিবে। তাঁহার এই নীতির বরকত ও কল্যাণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং বহু মানুষের মুখে নিজ কানে শুনিয়াছি। এইজন্য যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমি নিজেই অনুভব করি। তদুপরি যাহারা এ যাবত শুধু হুকুম পালনার্থে যিকিরের এহতেমাম করিয়া আসিতেছে তাহাদের নিকট যিকিরের ফাযায়েল পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজানও আমাকে হুকুম করিয়াছেন। ইহাতে যিকিরের ফাযায়েল ও পুরস্কারের কথা জানিয়া এবং আল্লাহর যিকির যে কত বড় নেয়ামত ও কত বড় দৌলত—এই উপলব্ধি লইয়া স্বতঃস্ফূর্ত মনে আগ্রহের সহিত তাহারা আল্লাহর যিকির করিবে।

যিকিরের সমস্ত ফাযায়েল বর্ণনা করা আমার মত সম্বলহীনের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয় ; এমনকি বাস্তবেও ইহা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে এই কিতাবে মাত্র কয়েকখানি রেওয়ায়েত পেশ করিতেছি। প্রথম অধ্যায় ঃ সাধারণ যিকিরের ফাযায়েল। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সর্বোত্তম যিকির কালেমায়ে তাইয়্যেবার ফাযায়েল। তৃতীয় অধ্যায় ঃ কালেমায়ে ছুওম অর্থাৎ তসবীহে ফাতেমীর ফাযায়েল।

প্রথম অধ্যায়
ফাযায়েলে যিকির

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের যিকির সম্বন্ধে যদি কোন আয়াত বা হাদীসে–নববী নাও আসিত তবুও সেই প্রকৃত দাতার যিকির এমনই যে, বান্দার জন্য এক মুহূর্তও উহা হইতে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কেননা, ঐ পবিত্র সত্তার দান ও অনুগ্রহ প্রতি মুহূর্তে বান্দার উপর এত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে যে, না উহার কোন শেষ আছে, না কোন তুলনা হইতে পারে। এইরূপ মহান দাতাকে স্মরণ করা, তাহার যিকির করা, তাহার শোকর ও অনুগ্রহ স্বীকার করা একটি স্বভাবজাত বস্তু। কবি বলেন ঃ

خداوندِ عالم کے قربان میں　　　کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার লাখো দয়া ও এহসান আমার উপর প্রতি মুহূর্তে বর্ষিত হইতেছে ; তাঁহারই জন্য আমার জান কুরবান।

তদুপরি এই পবিত্র যিকিরের প্রতি প্রেরণা ও উৎসাহ দানে যখন কুরআন, হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অসংখ্য বাণী ও ঘটনা ভরপুর রহিয়াছে, তখন আল্লাহর যিকিরের নূর ও বরকতের যে শেষ নাই তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি আমরা এই মোবারক যিকির সম্পর্কে প্রথমতঃ কিছু আয়াত ও পরে কিছু হাদীস পেশ করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ
যিকির সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ

(১) فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝ (سورہ بقرہ رکوع ۱۸)

پس تم میری یاد کرو (میرا ذکر کرو) میں تمہیں یاد رکھونگا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو

(১) অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর (অর্থাৎ আমার যিকির কর)। আমি তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব। তোমরা আমার শোকর আদায় কর ; আমার না–শোকরী করিও না।

(٢) فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ○ (سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۵)

پھر جب تم حج کے موقعہ میں عرفات سے واپس آجاؤ تو مزدلفہ میں ٹھیر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے درحقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے

(২) অতঃপর তোমরা যখন (হজ্জ মৌসুমে) আরাফাত হইতে ফিরিয়া যাও, তখন মোজদালেফায় (অবস্থান করিয়া) আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ কর যেমন (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদিগকে পূর্বে বলিয়া দিয়াছেন। আসলে তোমরা পূর্বে অজ্ঞ ছিলে।

(٣) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○ (سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۵)

پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء (و اجداد) کا ذکر کیا کرتے ہو (کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو) بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہئے پھر (جو لوگ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اُن میں سے) بعض تو ایسے ہیں (جو اپنی دعاؤں میں) یوں کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دیدے (سو اُن کو تو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا) اور اُن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا سو یہی ہیں جن کو اُن کے عمل کی وجہ سے (دونوں جہاں میں) حصہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں۔

(৩) তোমরা হজ্জের আমলসমূহ পূরা করিবার পর আল্লাহর যিকির এমনভাবে কর যেমন তোমরা নিজেদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করিয়া থাক (অর্থাৎ তাহাদের প্রশংসায় তোমরা পঞ্চমুখ হইয়া থাক)। বরং আল্লাহর যিকির উহা হইতেও অধিক হওয়া উচিত। অতঃপর (যাহারা আল্লাহকে স্মরণও করে তাহাদের মধ্যে) কেহ কেহ এইরূপ যে, তাহারা (নিজেদের দোয়ার মধ্যে) বলে, হে পরোয়ারদেগার! আমাদেরকে আপনি দুনিয়াতেই দিয়া দিন। (সুতরাং তাহাদের প্রাপ্য তাহারা দুনিয়াতেই পাইয়া যাইবে।)

তাহারা আখেরাতে কিছুই পাইবে না। আর কেহ কেহ দোয়া করে যে, হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদিগকে আপনি দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন হইতে আমাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। এইরূপ লোকেরাই নিজেদের আমলের কারণে (উভয় জাহানে) অংশ পাইবে। আল্লাহ অতিসত্বর হিসাব লইবেন।

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় না। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে। দ্বিতীয় ঃ মজলূম। তৃতীয় ঃ ন্যায় বিচারক বাদশাহ।

(٤) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ (سورہ بقرہ رکوع ۲۵)

اور حج کے زمانہ میں منیٰ میں بھی ٹھیر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو (اس کا ذکر کیا کرو)

(৪) আর (হজ্জ মৌসুমে মিনা অবস্থানকালেও) কয়েকদিন পর্যন্ত আল্লাহর যিকির কর।

(٥) وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○ (آل عمران ع ۴)

اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے۔

(৫) আর বেশী বেশী করিয়া আপন রবকে স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যা তসবীহ পড়িতে থাকুন।

(٦) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ (سورہ آل عمران رکوع ۲۰)

(پہلے سے عقلمندوں کا ذکر ہے) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں (اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں) کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔

(৬) (পূর্বে জ্ঞানীদের উল্লেখ হইয়াছে।) তাঁহারা এমন লোক, যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শয়ন করিয়া স্মরণ করে। তাহারা আসমান-জমীনের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ফিকির করে। অতঃপর তাহারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি এই সবকিছু অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই; আমরা আপনার তসবীহ পড়িতেছি, আপনি আমাদিগকে জাহান্নামের আজাব হইতে বাঁচাইয়া দিন।

(٧) فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج (سورہ نساء رکوع ۱۵)

جب تم نماز (خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے) پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی (کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو)

(৭) যখন তোমরা (ভয়ের) নামায পড়িয়া নিয়াছ, এখন তোমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়া যাও। দাঁড়াইয়াও আল্লাহর যিকির কর, বসিয়া যিকির কর এবং শুইয়াও যিকির কর। (মোটকথা, কোন অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ ও তাঁহার যিকির হইতে গাফেল হইও না।)

(٨) وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ (سورہ نساء رکوع ۲۱)

(منافقوں کی حالت کا بیان ہے) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔

(৮) (মোনাফেকদের অবস্থা এই যে,) যখন তাহারা নামাযে দাঁড়ায় তখন খুবই অলসতার সহিত দাঁড়ায়। তাহারা মানুষের সামনে নিজেদেরকে নামাযী রূপে দেখায়। তাহারা আল্লাহর যিকির খুব কমই করিয়া থাকে।

(٩) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝ (سورہ مائدہ رکوع ۱۲)

شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے بتاؤ، اب بھی (ان بُری چیزوں سے) باز آجاؤ گے۔

(৯) শয়তান ইহাই চায় যে, শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের পরস্পরে দুশমনী ও হিংসা পয়দা করিয়া দিবে এবং তোমাদিগকে যিকির ও নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিবে। বল, এখনও কি তোমরা (এইসব মন্দ কাজ হইতে) ফিরিয়া আসিবে?

(١٠) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط (سورہ انعام ع ٦)

اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔

(১০) যাহারা সকাল-সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদেগারকে ডাকিতে থাকে যদ্দ্বারা তাঁহারই সন্তুষ্টি কামনা করে। তাহাদিগকে আপনি স্বীয় মজলিস হইতে পৃথক করিয়া দিবেন না।

(١١) وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۝ (سورہ اعراف۔ رکوع ۳)

اور پکارا کرو اس کو (یعنی اللہ کو) خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو۔

(১১) আল্লাহর জন্য তোমাদের দ্বীনকে খালেছ রাখিয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাক।

(١٢) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ (سورہ اعراف۔ رکوع ۷)

تم لوگ پکارتے رہو اپنے ربّ کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے (بھی) بیشک حق تعالیٰ شانہٗ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ جل شانہٗ کو پکارا کرو خوف کیساتھ (عذاب سے) اور طمع کے ساتھ (رحمت میں)، بیشک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنیوالوں کے بہت قریب ہے۔

(১২) তোমরা বিনয়ের সহিত এবং চুপে চুপে তোমাদের রবকে ডাকিতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তোমরা জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করিও না উহার সংস্কার করিয়া দেওয়ার পর। তোমরা আল্লাহর এবাদত করিতে থাক (আজাবের) ভয় ও (রহমতের) আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের অতি নিকটে।

(١٣) وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص (سورہ اعراف ع ۲۲)

اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس اُن کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔

(১৩) আর আল্লাহরই জন্য ভাল ভাল নামসমূহ রহিয়াছে। সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারা আল্লাহকে ডাকিতে থাক।

(١٤) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ (سورہ اعراف رکوع ٢٤)

اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں اور زرا دھیمی آواز سے بھی اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو (ہمیشہ) صبح کو بھی اور شام کو بھی اور غافلین میں سے نہ ہو۔

(১৪) আপন রবকে স্মরণ করিতে থাক নিজ অন্তরে কিছুটা নিম্ন আওয়াজে এবং বিনয় ও ভয়ের সহিত (সর্বদা) সকাল ও সন্ধ্যায়, আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

(١٥) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ (سورہ انفال رکوع ١)

ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو (اس کی بڑائی کے تصور سے) ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں (آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے) یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے)

(১৫) নিশ্চয় ঈমানদারগণ এইরূপ যে, তাহাদের সামনে যখন আল্লাহর যিকির করা হয়, তখন (আল্লাহর মহানত্বের চিন্তা করিয়া) তাহারা ভয় পাইয়া যায়। আর যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ তাহাদের সামনে পড়া হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা আপন রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।

অতঃপর তাহাদের নামাযের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ করা হইয়াছে ঃ এই সমস্ত লোকই সত্যিকার ঈমানদার। তাহাদের জন্য আপন রবের নিকট উচ্চমর্যাদাসমূহ, গোনাহমাফী ও সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(١٦) وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ (سورہ رعد۔ رکوع ٤)

اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر (میں ایسی خاصیت ہے کہ اس) سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

(১৬) যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে হেদায়াত দান করেন। তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ঈমান আনিয়াছে। তাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে শান্তি লাভ করে। খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, আল্লাহর যিকিরে এইরূপ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, উহার দ্বারা অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

(١٧) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج (سورۂ اسراء۔ رکوع ١٢)

آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمٰن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو گے (وہی بہتر ہے) کیونکہ اس کے لئے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔

(১৭) আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ বলিয়া ডাক অথবা রহমান বলিয়া ডাক ; যেই নামেই ডাকিবে (উহাই উত্তম)। কেননা, তাঁহার বহু ভাল ভাল নাম রহিয়াছে।

(١٨) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ (کہف ع ٤)
وفی مسائل السلوک فیہ مطلوبیۃ الذکر الظاہر

اور جب آپ بھول جاویں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔

(১৮) আর যখন (উহা) ভুলিয়া যান, তখন আপন রবকে স্মরণ করিতে থাকুন।

(١٩) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝ (سورہ کہف۔ رکوع ٤)

آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ (بیٹھنے کا) پابند رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں محض اس کی رضا جوئی کے لئے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر (یعنی توجہ) ان سے ہٹنے نہ پائے (رونق سے یہ مراد ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ ہو) اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

(১৯) আপনি নিজেকে তাহাদের সহিত (বসিবার) পাবন্দ করিয়া রাখুন—যাহারা সকাল–সন্ধ্যা আপন রবকে একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টির জন্যই ডাকিতে থাকে এবং পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের খেয়াল করিয়া আপনার দৃষ্টি (মনোযোগ) যেন তাহাদের হইতে সরিয়া না যায়।

(জাঁকজমক দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নেতৃস্থানীয় লোক মুসলমান হইলে ইসলামের উন্নতি হইবে।) আর এইরূপ লোকের কথা মানিবেন না যাহার অন্তরকে আমার যিকির হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছি এবং সে নিজের মনমত চলে এবং তাহার অবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

(٢٠) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۝ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ (کہف-ع ۱۱)

اور ہم دوزخ کو اس روز (یعنی قیامت کے دن) کافروں کے سامنے پیش کردیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا۔

(২০) সেইদিন (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আমি জাহান্নামকে কাফেরদের সম্মুখে পেশ করিব, যাহাদের চক্ষুর উপর আমার স্মরণ হইতে পর্দা পড়িয়াছিল।

(٢١) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝ (سورۂ مریم رکوع ۱)

یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا (علیہ السلام) پر جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔

(২১) ইহা আপনার রবের মেহেরবানীর বর্ণনা, যাহা তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি হইয়াছে, যখন তিনি নিজ রবকে গোপনে ডাকিয়াছেন।

(٢٢) وَاَدْعُوْا رَبِّيْ عَسٰى اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۝ (مریم رکوع ۳)

اور پکارتا ہوں میں اپنے رب کو (قطعی) امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔

(২২) আমি আমার রবের এবাদত করিব (অবশ্যই)। আশা করি আমি আমার রবের এবাদত করিয়া মাহরূম হইব না।

(٢٣) اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ۝ (سورۂ طٰہٰ رکوع ۱)

بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم (اے موسیٰ) میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لئے نماز پڑھا کرو بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ مل جائے۔

(২৩) নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেহ মাবূদ নাই।

সুতরাং তুমি (হে মূসা!) আমারই এবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্যই নামায পড়। নিশ্চয় কেয়ামত আসিবে, আমি উহাকে গোপন রাখিতে চাই, যেন প্রত্যেকেই নিজ আমলের বিনিময় পায়।

(٢٤) وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝ (سورۂ طٰہٰ رکوع ۲)

(حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو ارشاد ہے) اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔

(২৪) (হযরত মূসা ও হারুন (আঃ)কে বলা হইতেছে।) তোমরা আমার স্মরণে অলসতা করিও না।

(٢٥) وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ (سورۂ انبیاء رکوع ۶)

اور نوح (علیہ السلام) کا تذکرہ ان سے کیجئے جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو (حضرت ابراہیم کے قصے سے) پہلے۔

(২৫) আর আপনি তাহাদের সহিত নূহ (আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি তাঁহার রবকে (ইবরাহীম (আঃ)এর ঘটনার) পূর্বে ডাকিয়াছিলেন।

(٢٦) وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (سورۂ انبیاء رکوع ۶)

اور ایوب (علیہ السلام) کا ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکار کر مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔

(২৬) আর আইয়ুব (আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন রবকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আর আপনি সকল দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু।

(٢٧) وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ (سورۂ انبیاء رکوع ۶)

اور مچھلی والے (پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام) کا ذکر کیجئے جب وہ (اپنی قوم سے) خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر داروگیر نہ کریں گے پس انھوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ ہر عیب سے پاک ہیں بیشک میں قصوروار ہوں۔

(২৭) আর মৎস্যওয়ালা (পয়গাম্বর অর্থাৎ ইউনুস (আঃ))এর আলোচনা করুন, যখন তিনি রাগ করিয়া (নিজ কওমকে ছাড়িয়া) চলিয়া গেলেন। আর তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, আমি তাহাকে পাকড়াও

করিব না। অবশেষে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকিলেন—আপনি ব্যতীত আর কেহ মাবূদ নাই, আপনি সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমি অপরাধী।

(٢٨) وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۝

(سورہ انبیاء رکوع ۶)

اور زکریا (علیہ السلام) کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے ربّ کو پکارا کہ اے میرے ربّ مجھے لاوارث نہ چھوڑ (اور یوں تو) سب وارثوں سے بہتر (اور حقیقی وارث) آپ ہی ہیں۔

(২৮) আর যাকারিয়্যা (আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন রবকে ডাকিলেন, হে আমার রব ! আমাকে নিঃসন্তান রাখিবেন না, আর সকল ওয়ারিছ অপেক্ষা আপনিই উত্তম (ও প্রকৃত ওয়ারিছ)।

(٢٩) إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۖ وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ۝

(سورہ انبیاء رکوع ۶)

بیشک یہ سب (انبیاء جن کا پہلے سے ذکر ہو رہا ہے) نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو (ثواب کی) رغبت اور (عذاب کا) خوف کرتے ہوئے اور تھے سب کے سب ہمارے لئے عاجزی کرنے والے۔

(২৯) নিশ্চয় ইহারা (অর্থাৎ যেই সকল নবীর আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে) নেক কাজের দিকে ধাবিত হইতেন এবং (ছওয়াবের) আশায় ও (আজাবের) ভয়ে আমাকে ডাকিতেন। আর তাহারা সকলেই ছিলেন আমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ী।

(٣٠) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

(سورۃ حج۔ رکوع ۵)

اور آپ (جنت وغیرہ کی) خوشخبری سنا دیجئے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

(৩০) আর আপনি (জান্নাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শুনাইয়া দিন ঐ সমস্ত বিনয়ী লোকদেরকে—যাহাদের অবস্থা এই যে, যখন আল্লাহর কথা আলোচনা করা হয়, তখন তাহাদের অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

(٣١) إِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ۝ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ۝ إِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

(سورۃ مومنون۔ رکوع ۶)

(قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا کیا تم کو یاد نہیں) میرے بندوں کا ایک گروہ تھا (جو بیچارے ہم سے) یوں کہا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے آپ سب سے زیادہ رحم کرنیوالے ہیں پس تم نے اُن کا مذاق اڑایا حتّٰی کہ اس مشغلہ نے تم کو ہماری یاد بھی بھلادی اور تم اُن سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج اُن کو اُن کے صبر کا بدلہ دیدیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔

(৩১) (কেয়ামতের দিন কাফেরদের সহিত এক পর্যায়ে বলা হইবে, তোমাদের কি স্মরণ নাই যে,) আমার একদল বান্দা ছিল যাহারা (আমার নিকট) বলিত, হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব আমাদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন। কেননা, আপনি সমস্ত দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়াবান। তখন তোমরা তাহাদেরকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছ এমনকি এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ তোমাদেরকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। আর তোমরা তাহাদের সহিত হাসি-তামাশা করিতে। আজ আমি তাহাদিগকে ছবরের পুরস্কার দিয়াছি, তাহারাই কামিয়াব হইয়াছে।

(٣٢) رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۔ الآية

(سورہ نور۔ رکوع ۵)

(کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے) وہ ایسے لوگ ہیں کہ اُن کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت۔

(৩২) (কামেল ঈমানদারদের প্রশংসা করিয়া বলা হইতেছে যে,) তাহারা এমন লোক যে, কোনরূপ বেচাবিক্রি অথবা কেনাকাটা তাহাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিতে পারে না।

(٣٣) وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ؕ (عنکبوت ع۵)

اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

(৩৩) আর নিশ্চয় আল্লাহর যিকির সবচাইতে বড় জিনিস।

(٣٤) تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی اُمید سے وہ اپنے رَبّ کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں، پس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک

کاکیاکیاسامان خزانۂ غیب میں محفوظ ہے جو بدلہ ہے ان کے اَعمال کا۔ (سورہ سجدہ ۔ رکوع ۲)

(فی الدر عن الضحاكؒ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَزَالُوْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ وروی نحوہ عن ابن عباسؓ)

(৩৪) তাহাদের পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে পৃথক থাকে এমনভাবে যে, তাহারা আজাবের ভয়ে ও রহমতের আশায় আপন রবকে ডাকিতে থাকে এবং আমার দেওয়া যাবতীয় জিনিস হইতে খরচ করিয়া থাকে। কেহই জানে না তাহাদের চোখ জুড়ানোর কি কি জিনিস গায়েবের খাজানায় সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। এই সবকিছু তাহাদের আমলের বিনিময়।

ফায়দা ঃ এক হাদীসে আছে, বান্দা শেষ রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালার অতি নিকটবর্তী হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তোমার দ্বারা সম্ভব হয় তবে ঐ সময় তুমি আল্লাহর যিকির করিও।

(۳۵) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝ (سورہ احزاب ۔ ع ۳)

بیشک تم لوگوں کے لئے رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا نمونہ موجود تھا یعنی ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو (کہ جب حضورؐ لڑائی میں شریک ہوئے اور جہاد کیا تو اس کے لئے کیا مانع ہو سکتا ہے)

(৩৫) নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ ছিল। অর্থাৎ এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখেরাতের ভয় রাখে আর বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির করে। (যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লড়াইয়ে শরীক হইয়াছেন এবং জিহাদ করিয়াছেন, তখন তোমার জন্য যিকির করিতে কিসের বাধা।)

(۳۶) وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝ (سورہ احزاب ۔ رکوع ۵)

(پہلے سے مومنوں کی صفات کا بیان ہے اس کے بعد ارشاد ہے) اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔

(৩৬) (পূর্বে মোমিনদের ছিফাত বয়ান করা হইয়াছে, অতঃপর এরশাদ হইতেছে,) বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহর যিকিরকারিণী স্ত্রীলোকদের সকলের জন্যই আল্লাহ তায়ালা মাগফেরাত ও

বিরাট প্রতিদানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

(۳۷) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ (احزاب ع ۶)

اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

(৩৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতে থাক এবং তাহার তসবীহ পড়িতে থাক সকাল–সন্ধ্যা (অর্থাৎ সব সময়)।

(۳۸) وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝ (سورہ صٰفّٰت رکوع ۳)

اور پکارا تھا ہم کو نوح (عَلَیْہِ السَّلَام) نے پس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔

(৩৮) এবং নূহ (আঃ) আমাকে ডাকিলেন। আর আমিই উত্তম ফরিয়াদ শ্রবণকারী।

(۳۹) فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ (سورہ زمر ۔ رکوع ۳)

پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

(৩৯) তাহাদের জন্য বড় সর্বনাশ, যাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকির শুনিয়া প্রভাবিত হয় না। তাহারা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে।

(۴۰) اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ (سورہ زمر ۔ رکوع ۳)

اللہ جلّ جلالہٗ نے بڑا عمدہ کلام (یعنی قرآن) نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی جس سے اُن لوگوں کے بدن کانپ اُٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر اُن کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے اُس کے ذریعہ سے ہدایت فرما دیتا ہے۔

(৪০) আল্লাহ তায়ালা অতি উৎকৃষ্ট বাণী (অর্থাৎ কুরআন) নাজেল করিয়াছেন। উহা এমন কিতাব যাহা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বারবার দোহরানো হইয়াছে, যাহার কারণে আপন রবের ভয়ে ভীত লোকদের শরীর কাঁপিয়া উঠে, আর দেহ ও অন্তর নরম হইয়া আল্লাহর যিকিরের প্রতি মনোযোগী হইয়া পড়ে। ইহা আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত। তিনি

যাহাকে ইচ্ছা ইহা দ্বারা হেদায়েত করিয়া থাকেন।

(৪১) فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ○ (مومن۔ رکوع)

پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اُس کے لئے دین کو، گو کافروں کو ناگوار ہو۔

(৪১) অতএব, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে খাঁটি ঈমানের সহিত ডাক—যদিও কাফেররা ইহাকে অপছন্দ করে।

(৪২) هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط (سورہ مومن رکوع)

وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں پس تم خالص اعتقاد کرکے اس کو پکارا کرو

(৪২) তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই। অতএব, তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে ডাকিতে থাক।

(৪৩) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ○ (سورہ زخرف۔ رکوع ۴)

جو شخص رحمان کے ذکر سے (جان بوجھ کر) اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پس وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔

(৪৩) আর যেই ব্যক্তি পরম দয়ালুর যিকির হইতে (জানিয়া বুঝিয়া) অন্ধ হইয়া থাকে, আমি তাহার উপর একটি শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই এবং সে তাহার সঙ্গে থাকে।

(৪৪) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ج صلے وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ قف ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں (اور خشوع خضوع کے) آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں یہ اُن کے اوصاف توراۃ میں ہیں اور انجیل میں، جیسا کھیتی کہ اُس نے اوّل اپنی سوئی نکالی پھر اس کو قوی کیا پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی پھر اپنے تنہ پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی (اسی طرح صحابہؓ

عَظِيْمًا ○ (سورہ فتح۔ رکوع ۴)

میں اوّل ضعف تھا پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی اور اللہ نے یہ نشو و نما اس لئے دیا) تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے تو اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

(৪৪) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, আর যে সমস্ত লোক তাঁহার সাহচর্য পাইয়াছে, তাহারা কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর কিন্তু নিজেদের মধ্যে সদয়। হে শ্রোতা! তুমি তাহাদিগকে দেখিবে কখনও রুকূ করিতেছে, কখনও সেজদা করিতেছে এবং আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী কামনায় লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের (অনুনয় বিনয়ের) চিহ্ন তাহাদের চেহারার উপর সেজদার কারণে পরিস্ফুটিত হইয়া আছে। তাহাদের এই গুণাবলী তওরাতে এবং ইঞ্জীলে আছে। যেমন শস্য—সে প্রথমে অংকুর বাহির করিল অতঃপর উহাকে শক্তিশালী করিল, অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হইল, তৎপর উহা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া গেল। ফলে, উহা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগিল। (তদ্রূপ সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল। তারপর দিন দিন তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। (আর আল্লাহ তায়ালা এইভাবে প্রতিপালন ও শক্তি বৃদ্ধি এইজন্য করিয়াছেন) যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিতেছে আল্লাহ তাহাদের সহিত মাগফিরাত এবং বড় প্রতিদানের ওয়াদা করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ এই আয়াতের উদ্দেশ্য যদিও স্পষ্টতঃ রুকূ, সেজদা ও নামাযের ফযীলত বর্ণনা করা এবং তাহা পরিস্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে। তবুও কালেমায়ে তাইয়্যেবার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র ফযীলতও ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

ইমাম রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেররা চুক্তিপত্রে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখিতে অস্বীকার করিয়া 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। তাই উপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এই কথার উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাক্ষী। আর যেখানে প্রেরক নিজেই স্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার দূত সেখানে অন্য কেহ লাখো অস্বীকার করিলেও কিছু আসে যায় না। এই সাক্ষ্যের স্বীকৃতি হিসাবে আল্লাহ তায়ালা 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' এরশাদ ফরমাইয়াছেন।

এই আয়াতে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে

একটি এই যে, উক্ত আয়াতে চেহারায় এবাদতের আলামত জাহির হওয়ার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তির মধ্যে একটি এই যে, রাত্রি জাগরণকারীদের চেহারায় যে নূর ও বরকত জাহির হইয়া থাকে আয়াতে উহাকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইমাম রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, ইহা একটি বাস্তব কথা যে, দুই ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিল, তন্মধ্যে একজন খেল–তামাশা করিয়া রাত্রি কাটাইল আরেকজন নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও এলেম শিক্ষার মধ্যে কাটাইল। পরের দিন উভয়ের চেহারার জ্যোতিতে স্পষ্ট ব্যবধান ধরা পড়িবে। খেল–তামাশায় যে রাত্রি কাটাইয়াছে, সে যিকিরে–শোকরে রাত্রি–যাপনকারীর মত হইতেই পারিবে না।

এখানে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যাহারা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে গালিগালাজ করে, তাঁহাদিগকে মন্দ বলে, তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাহাদের কাফের হইয়া যাওয়ার বিষয়টিকে ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ওলামায়ে কেরামের এক জামাত উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

(۴۵) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ (سورہ حدید رکوع ۲)

کیا ایمان والوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے واسطے جھک جائیں۔

(৪৫) ঈমানদারদের জন্য কি ইহার সময় আসে নাই যে, আল্লাহর যিকিরের জন্য তাহাদের অন্তরসমূহ ঝুঁকিয়া যাইবে।

(۴۶) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللهِ ط أُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ (سورہ مجادلہ ع ۳)

(پہلے سے منافقوں کا ذکر ہے) ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا پس اس نے ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔

(৪৬) (পূর্ব হইতে মোনাফেকদের আলোচনা চলিতেছে) তাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে, তাই শয়তান তাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত লোক শয়তানের দল। জানিয়া রাখ, শয়তানের দলই নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত।

(۴۷) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ○ (سورہ جمعہ رکوع ۲)

پھر جب (جمعہ کی) نماز پوری ہو چکے تو تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو (یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہونچ جاؤ۔

(৪৭) অতঃপর যখন (জুমার) নামায শেষ হয় তখন (অনুমতি দেওয়া হইল) তোমরা জমীনে ছড়াইয়া পড়, (দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হইয়া) আল্লাহর দেওয়া রিযিকের তালাশে লাগিয়া যাও এবং (ইহাতেও) বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতে থাক, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

(۴۸) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ (سورہ منافقون ع ۲)

اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں (کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی میں ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہے)

(৪৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তান–সন্ততি তোমাদিগকে আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর স্মরণ হইতে যেন গাফেল করিয়া না দেয়। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (কেননা, এই সমস্ত জিনিস তো দুনিয়াতেই শেষ হইয়া যাইবে আর আল্লাহর স্মরণ আখেরাতে কাজে আসিবে।)

(۴۹) وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ ○ (سورہ قلم رکوع ۲)

یہ کافر لوگ جب ذکر (قرآن) سنتے ہیں (تو شدت عداوت سے) ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ تو مجنون ہیں۔

(৪৯) এইসব কাফের যখন যিকির (কুরআন) শ্রবণ করে, তখন (চরম শত্রুতার কারণে) এইরূপ মনে হয়, যেন তাহারা আপনাকে নিজ দৃষ্টি দ্বারা আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিবে এবং বলে যে, (নাঊজুবিল্লাহ) এই ব্যক্তি তো একজন পাগল।

ফায়দা ঃ 'দৃষ্টি দ্বারা আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিবে' দ্বারা চরম শত্রুতার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেমন আমাদের পরিভাষায় বলা হইয়া থাকে, সে এমনভাবে দেখিতেছে যেন খাইয়া ফেলিবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)

বলেন, কাহারও উপর বদ-নজর লাগিয়া গেলে উক্ত আয়াত পড়িয়া তাহাকে দম করিয়া দিলে বিশেষ ফায়দা পাওয়া যায়।

(৫০) وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ (سورہ جن۔ رکوع ۱)

اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

(৫০) আর যে ব্যক্তি আপন রবের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ভীষণ আজাবে লিপ্ত করিবেন।

(৫১) وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۚ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا (سورہ جن۔ ع۱)

جب خدا کا خاص بندہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہدیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

(৫১) যখন আল্লাহর খাছ বান্দা (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহকে ডাকিবার জন্য দাঁড়াইয়া যান, তখন কাফেরগণ ঐ বান্দার নিকট ভিড় জমাইতে থাকে। আপনি বলিয়া দিন, আমি তো শুধু আমার পরোয়ারদেগারকেই ডাকিয়া থাকি। তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।

(৫২) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۙ (سورہ مزمل ع۱)

اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ (منقطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلق کے مقابلہ میں سب مغلوب ہوں)

(৫২) আর আপন রবের নাম লইতে থাকুন এবং যাবতীয় সংশ্রব হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র তাঁহারই দিকে মনোনিবেশ করুন। ('সম্পর্ক ছিন্ন করার' অর্থ হইল, আল্লাহর সহিত সম্পর্কের মোকাবেলায় অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ক যেন দমিয়া থাকে।)

(৫৩) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۚ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۚ اِنَّ

اور اپنے رب کا صبح اور شام نام لیتے رہا کیجئے اور کسی قدر رات کے حصہ میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کے بڑے حصہ میں

هٰۤؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا (سورہ دہر رکوع ۲)

اس کی تسبیح کیا کیجئے (مراد اس سے تہجد کی نماز ہے)، یہ لوگ (جو آپ کے مخالف ہیں) دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

(৫৩) আর সকাল-সন্ধ্যা আপন রবের নাম লইতে থাকুন, রাত্রির কিছু অংশেও তাঁহাকে সেজদা করিতে থাকুন এবং রাত্রির একটি বড় অংশে তাঁহার তসবীহ পড়িতে থাকুন। (তাহাজ্জুদ নামাযকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।) এই সমস্ত লোক (যাহারা আপনার বিরোধিতা করিয়াছে) দুনিয়াকে ভালবাসে এবং সামনে (কেয়ামতের) যে ভয়ংকর দিন আসিতেছে উহাকে বর্জন করিয়া আছে।

(৫৪) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۙ (اعلیٰ۔ ع۱)

بیشک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

(৫৪) নিশ্চয় কামিয়াব হইয়াছে ঐ ব্যক্তি যে (বদ-আখলাক হইতে) পবিত্র হইয়া গিয়াছে, আপন রবের নাম লইয়াছে এবং নামায আদায় করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যিকির সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বর্ণনা

যিকির সম্পর্কে কুরআন পাকে যেখানে এত বেশী আয়াত রহিয়াছে, সেখানে হাদীসের তো কথাই নাই। কেননা, কুরআন শরীফ সর্বমোট ত্রিশ পারায় বিভক্ত অথচ হাদীসের অসংখ্য কিতাব রহিয়াছে। আবার প্রত্যেক কিতাবে অগণিত হাদীস রহিয়াছে। এক বোখারী শরীফেই বড় বড় ত্রিশ পারা রহিয়াছে। আবূ দাঊদ শরীফে বত্রিশ পারা রহিয়াছে। তদুপরি এমন কোন হাদীসের কিতাব নাই যাহা যিকিরের আলোচনা হইতে খালি। এইজন্য যিকির সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস একত্র করা বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। বস্তুতঃ নমুনা ও আমলের জন্য একখানি আয়াত বা একখানি হাদীসই যথেষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তি আদৌ আমল করিতে চায় না তাহার সম্মুখে বড় বড় দপ্তর পেশ করিলেও সব বেকার হইবে। كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا অর্থাৎ তাহারা হইল পুস্তকের বোঝা বহনকারী গাধার মত। (সূরা জুমআ, ৫)

(١) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ
اللّٰهُ تَعَالٰی اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ
وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَکَرَنِیْ فَاِنْ ذَکَرَنِیْ
فِیْ نَفْسِهٖ ذَکَرْتُهٗ فِیْ نَفْسِیْ وَاِنْ
ذَکَرَنِیْ فِیْ مَلَاٍ ذَکَرْتُهٗ فِیْ مَلَاٍ
خَیْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْرًا
تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ
ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ بَاعًا وَاِنْ
اَتَانِیْ یَمْشِیْ اَتَیْتُهٗ هَرْوَلَةً۔

حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ حق
تعالیٰ شانہٗ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ
ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ
گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو
میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے
اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے
دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر
کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں
کے مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) تذکرہ
کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت
متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں
دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اُس کی طرف دوڑ کر چلتا
ہوں۔

(رواہ احمد و البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجة و البیهقی فی
الشعب واخرج احمد و البیهقی فی الاسماء و الصفات عن انس بمعناہ بلفظ
یَا ابنَ اٰدَمَ اِذَا ذَکَرْتَنِیْ فِیْ نَفْسِكَ الحدیث وفی الباب عن معاذ بن انس
عند الطبرانی باسناد حسن وعن ابن عباس عند البزار باسناد صحیح و
البیهقی وغیرهما وعن ابی هریرة عند ابن ماجة وابن حبان وغیرهما
بلفظ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ کما فی الدر
المنثور و الترغیب للمنذری و المشکوٰة مختصرًا وفیه بروایة مسلم
عن ابی ذر بمعناہ و فی الاتحاف علقه البخاری عن ابی هریرة بصیغة
الجزم ورواہ ابن حبان من حدیث ابی الدرداء اھ)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাদীসে কুদসীতে) এরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালা ফরমাইতেছেন, আমি বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি যেরূপ সে আমার সহিত ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাহাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে

আমার যিকির করে তবে আমি ঐ মজলিস হইতে উত্তম (অর্থাৎ নিষ্পাপ ফেরেশতাদের) মজলিসে তাহার আলোচনা করি। আর বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হাঁটিয়া আসিতে থাকে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। (তারগীব, দুররে মানসূর, মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম এই যে, 'বান্দার সহিত তাহার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকি।' ইহার উদ্দেশ্য হইল, সব সময় আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানীর আশা করা চাই ; তাঁহার রহমত হইতে কখনও নিরাশ হইতে নাই। অবশ্যই আমরা গোনাহগার ; পা হইতে মাথা পর্যন্ত গোনাহের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। নিজেদের অন্যায় ও পাপকার্যের শাস্তি নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও আল্লাহর রহমত হইতে কখনও নিরাশ হওয়া উচিত হইবে না। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অফুরন্ত দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা আমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। কেননা, তিনি পাক কালামে এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَآءُ ط

অর্থ ঃ "আল্লাহ তায়ালা শির্কের গোনাহ তো মাফ করিবেন না ; কিন্তু উহা ব্যতীত যাহার জন্য ইচ্ছা করেন যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪৮) তবে অবশ্যই মাফ করিয়া দিবেন এমন কথা বলা যায় না। এইজন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'ঈমান—আশা ও ভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নওজোয়ান সাহাবীর মৃত্যুশয্যায় তাহার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অবস্থায় আছ? সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং নিজের গোনাহের কারণে ভয়ও করিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এইরূপ অবস্থায় যাহার দিলের মধ্যে এই দুইটি বস্তু থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহার আশাকৃত বস্তু দান করেন এবং ভয় হইতে তাহাকে নিরাপত্তা দান করেন।

এক হাদীসে আছে, মোমেন বান্দা আপন গোনাহকে এইরূপ মনে করে, যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসিয়া আছে আর পাহাড়টি তাহার

উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অপরপক্ষে ফাসেক ব্যক্তি গোনাহকে এইরূপ মনে করে, যেন তাহার উপর একটি মাছি বসিল আর সে উহাকে উড়াইয়া দিল। অর্থাৎ গোনাহের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। মূলকথা, গোনাহকে গোনাহ মনে করিয়া সেই অনুযায়ী ভয় করা উচিত এবং আল্লাহর দয়া ও রহমত অনুযায়ী আশাও করা উচিত।

হযরত মু'আয (রাযিঃ) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া শহীদ হইয়াছেন। তাহার ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময় তিনি বারবার বেহুঁশ হইয়া যাইতেছিলেন। কখনও হুঁশ ফিরিয়া আসিলে বলিতেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি ; আপনার ইজ্জতের কসম করিয়া বলিতেছি, আমার এই মহব্বতের বিষয় আপনার জানা আছে। যখন মৃত্যু একেবারে নিকটবর্তী হইয়া গেল তখন বলিলেন, ওহে মৃত্যু! তোমার আগমন শুভ হউক, কতই না মোবারক মেহমান আসিয়াছে ; কিন্তু এই মেহমান অনাহার অবস্থায় আসিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি সর্বদা আপনাকে ভয় করিয়াছি ; আজ আমি আপনার কাছে রহমতের আশাবাদী। হে আল্লাহ! আমি জীবনকে মহব্বত করিয়াছি ; কিন্তু উহা নহর খনন করার জন্য অথবা বাগান তৈরী করার জন্য নয় ; বরং গরমে (রোযা রাখিয়া) পিপাসার কষ্ট সহ্য করার জন্য, দ্বীনের খাতিরে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করার জন্য এবং যিকিরের মজলিসে ওলামায়ে কেরামের নিকটে জমিয়া বসিবার জন্য।

কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'আল্লাহ তায়ালা বান্দার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন' কথাটি শুধু গোনাহমাফীর ব্যাপারেই খাছ নয়। বরং ইহা অন্যান্য অবস্থার জন্যও হইতে পারে। যেমন দোয়া, স্বাস্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা,শান্তি ও নিরাপত্তা ইত্যাদি সব বিষয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন দোয়ার ব্যাপারে বান্দা যদি একীন করে যে, আমার দোয়া কবুল হয় এবং অবশ্যই কবুল হইবে তবে তাহার দোয়া কবুল হয়। আর যদি ধারণা করে যে, আমার দোয়া কবূল হয় না তবে তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করা হইয়া থাকে। যেমন অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দার দোয়া কবূল হইয়া থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই কথা না বলে যে, আমার দোয়া কবূল হয় না। এইভাবে স্বাস্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি সব বিষয়ে একই অবস্থা। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অভাবে পড়িয়া লোকদের নিকট বলিয়া বেড়ায়, তাহার সচ্ছল অবস্থা নসীব হয় না। কিন্তু যদি আল্লাহ পাকের দরবারে কাকুতি মিনতি ও দোয়া করে তবে অতিসত্বর এই অবস্থা দূর হইয়া যাইবে।

তবে এই কথাও বুঝিয়া লওয়া জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত ভাল ধারণা এক জিনিস আর ধোকায় পড়া অন্য জিনিস। কুরআন পাকে এই বিষয়ে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ "ধোকাবাজ শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে।" (সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ৫)

অর্থাৎ শয়তান যেন এই কথা না বুঝায় যে, গোনাহ করিতে থাক ; আল্লাহ গাফুরুর রাহীম তিনি মাফ করিয়া দিবেন। অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا

"সে কি গায়েবের কথা জানিতে পারিয়াছে, নাকি আল্লাহর সহিত তাহার কোন চুক্তি হইয়া গিয়াছে? এইরূপ কখনও নয়।"

(সূরা মারয়াম, আয়াত ঃ ৭৮, ৭৯)

হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয় হইল, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। অন্য হাদীসে আছে, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে, তাহার ঠোঁট যতক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করিতে থাকে ততক্ষণ আমি তাহার সঙ্গে থাকি। অর্থাৎ আমার খাছ নজর ও তাওয়াজ্জুহ তাহার উপর থাকে এবং আমার বিশেষ রহমত তাহার উপর নাযিল হইতে থাকে।

হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় বিষয় হইল—'আমি ফেরেশতাদের মাহফিলে আলোচনা করি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা গর্ব করিয়া তাহাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এই কারণে যে, সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহকে মানা এবং না মানা উভয় প্রকার শক্তিই রাখা হইয়াছে। (যেমন ৮ নম্বর হাদীসে উহার বর্ণনা আসিতেছে।) এমতাবস্থায় মানুষের জন্য আল্লাহকে মানিয়া চলা অবশ্যই গর্বের বিষয়। আল্লাহ তায়ালার গর্বের দ্বিতীয় কারণ হইল, সৃষ্টির শুরুতে ফেরেশতারা আরজ করিয়াছিল, (হে পরোয়ারদেগার!) "আপনি এমন মখলূক পয়দা করিবেন যাহারা দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবী করিবে।" মূলতঃ ইহার কারণও মানুষের মধ্যে সেই সৃষ্টিগত 'না মানা'র শক্তি বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের মধ্যে মানা না মানার এই দুই শক্তির কোনটাই নাই। এইজন্যই তাহারা আরজ করিয়াছিল, আপনার তসবীহ তাহলীল তো আমরাই করিতেছি। গর্বের তৃতীয় কারণ হইল, মানুষের এবাদত ও এতায়াত বা মানার গুণ ফেরেশতাদের এবাদত-এতায়াত হইতে এইজন্য শ্রেষ্ঠ যে, মানুষ না দেখিয়া আল্লাহর এবাদত করে। আর ফেরেশতারা

আখেরাতের জগতকে দেখিয়া এবাদত করে। এইজন্যই আল্লাহ পাক বলেন—মানুষ যদি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখিত, তবে তাহাদের কি অবস্থা হইত! এইসব কারণেই আল্লাহ তায়ালা যিকিরকারী ও এবাদতকারীদের প্রশংসা করিয়া গর্ব করিয়া থাকেন।

চতুর্থ বিষয় এই যে, বান্দা যে পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোযোগী হয়, আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী বান্দার প্রতি উহা হইতে আরও অনেক বেশী হয়। নিকটবর্তী হওয়া ও দৌড়াইয়া আসার অর্থ ইহাই যে, খুব দ্রুতবেগে আল্লাহর রহমত বান্দার দিকে অগ্রসর হয়। অতএব, আল্লাহর রহমতকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার। কাজেই যে যে পরিমাণ রহমত পাইতে চায় সে যেন ঐ পরিমাণ আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।

পঞ্চম বিষয় এই যে, যিকিরকারী অপেক্ষা ফেরেশতাদের জামাতকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অথচ ইহা মশহুর কথা যে, মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মখলুক। পূর্বে ইহার একটি কারণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ফেরেশতা বিশেষ এক দিক দিয়া উত্তম যে, তাহারা নিষ্পাপ তাহাদের দ্বারা গোনাহ হইতেই পারে না। দ্বিতীয় কারণ হইল, এই শ্রেষ্ঠত্ব অধিকাংশ সংখ্যা হিসাবে অর্থাৎ অধিকাংশ ফেরেশতা অধিকাংশ মানুষ হইতে বরং অধিকাংশ মোমিন হইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে খাছ মোমেন যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সমস্ত ফেরেশতা হইতে শ্রেষ্ঠ। এইগুলি ছাড়া আরও কারণ রহিয়াছে, যেগুলির আলোচনা অনেক দীর্ঘ।

(৩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ اَسْتَنُّ بِهٖ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

ایک صحابی رضؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں ہی، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنالوں. حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔

(اخرجه ابن ابى شيبة واحمد والترمذى وحسنه وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه والبيهقى كذا فى الدر وفى المشكوٰة برواية الترمذى وابن ماجة وحكى عن الترمذى حسن غريب اه قلت وصححه الحاكم واقره عليه الذهبى وفى الجامع الصغير برواية ابى نعيم فى الحلية مختصرًا

بلفظ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَ لِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ورقم له بالضعف وبمعناه عن مالك بن يخامر اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمْ اِنَّ اٰخِرَ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ قُلْتُ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اخرجه ابن ابى الدنيا والبزار وابن حبان والطبرانى والبيهقى كذا فى الدر والحصن الحصين والترغيب للمنذرى وذكره فى الجامع الصغير مختصرًا وعزاه الى ابن حبان فى صحيحه وابن السنى فى عمل اليوم والليلة والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الشعب وفى مجمع الزوائد رواه الطبرانى باسانيد)

ایک اور حدیث میں ہے. حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی. میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو۔

(২) এক সাহাবী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীয়তের হুকুম-আহকাম তো অনেক রহিয়াছে, সেইগুলির মধ্য হইতে আমাকে এমন একটি বিষয় বলিয়া দিন যাহার উপর আমি সবসময় আমল করিতে পারি এবং উহাতে মশগুল থাকিতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহর যিকির দ্বারা তুমি তোমার জিহ্বাকে সর্বদা ভিজাইয়া রাখ।

আরেক হাদীসে আছে, হযরত মু'আয (রাযিঃ) বলেন, বিদায়ের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সর্বশেষ কথা এই হইয়াছিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে প্রিয় আমল কোন্‌টি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এমন অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু হয় যে, আল্লাহর যিকিরে তোমার জিহ্বা তরতাজা থাকে।(দুররে মানসূর ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

ফায়দা ঃ 'বিদায়ের সময়' দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (রাযিঃ)কে ইয়ামানবাসীদের তবলীগ ও তালীমের উদ্দেশ্যে ইয়ামানের আমীর বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। তখন বিদায়ের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে কিছু নসীহত করিয়াছিলেন। আর হযরত মু'আয (রাযিঃ)ও কিছু বিষয়

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

'শরীয়তের হুকুম–আহকাম অনেক' হওয়ার অর্থ হইল—শরীয়তের প্রত্যেক হুকুমের উপর আমল করা তো জরুরী ; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণতা হাসিল করা এবং সবগুলির মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকা কঠিন। কাজেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে বলিয়া দিন যাহাকে মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারি এবং চলাফেরা, উঠাবসা সর্ব অবস্থায় আমি উহার উপর আমল করিতে পারি।

অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, চারটি জিনিস এমন আছে, যে ব্যক্তি এইগুলিকে হাসিল করিতে পারিবে সে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় ভালাই ও কল্যাণ হাসিল করিতে পারিবে। এক, এমন জিহ্বা যাহা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। দুই, এমন দিল যাহা সর্বদা আল্লাহর শোকরে মশগুল থাকে। তিন, এমন শরীর যাহা কষ্ট সহ্য করিতে পারে। চার, এমন স্ত্রী যে নিজের ইজ্জতের হেফাজত করে এবং স্বামীর সম্পদে খিয়ানত না করে। নিজের ইজ্জতের হেফাজত করার অর্থ হইল, কোন বেহায়াপনা ও অপকর্মে লিপ্ত হয় না।

জিহ্বাকে যিকির দ্বারা তরতাজা রাখার অর্থ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বেশী বেশী যিকির করা লিখিয়াছেন। প্রচলিত ভাষার মধ্যেও এই ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন কেহ কাহারও বেশী প্রশংসা করিলে বলা হয়, অমুকের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। কিন্তু অধমের খেয়ালে ইহার আরেকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। উহা এই যে, যাহার প্রতি এশ্ক ও মহব্বত হয় তাহার নাম লইলে মুখে একপ্রকার মজা অনুভব হয়। যে ব্যক্তি মহব্বত–জগতের কিছুটাও সংস্পর্শ পাইয়াছে সে ইহা বুঝিতে পারে। এই হিসাবে অর্থ হইল, আল্লাহর নাম এমনভাবে স্বাদ করিয়া লও যেন মজা আসিয়া পড়ে। আমি আমার অনেক বুযুর্গকে বহুবার দেখিয়াছি, আওয়াজ করিয়া যিকির করিতে করিতে তাঁহাদের জিহ্বা এমনভাবে ভিজিয়া যাইত যে পাশে বসা লোকও তাহা অনুভব করিতে পারিত। মুখ পানিতে এরূপ ভরিয়া যাইত, যাহা সকলেই বুঝিতে পারিত। কিন্তু এই অবস্থা তখনই হইতে পারে যখন অন্তরে মহব্বতের স্বাদ থাকে এবং জবান বেশী বেশী যিকিরে অভ্যস্ত হইয়া যায়। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর সহিত মহব্বতের আলামত হইল তাহার যিকিরকে মহব্বত করা আর আল্লাহর সহিত বিদ্বেষের আলামত হইল তাঁহার যিকিরের সহিত বিদ্বেষ রাখা।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, যাহাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকির দ্বারা তাজা থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(۳) عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرِ اَعْمَالِکُمْ وَاَزْکَاهَا عِنْدَ مَلِیْکِکُمْ وَ اَرْفَعِهَا فِیْ دَرَجَاتِکُمْ وَ خَیْرٍ لَّکُمْ مِّنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ وَ خَیْرٍ لَّکُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّکُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَیَضْرِبُوْا اَعْنَاقَکُمْ قَالُوْا بَلٰی قَالَ ذِکْرُ اللّٰهِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور (جہاد میں) تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھی ہوئی صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتادیں۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔

(اخرجه احمد والترمذی وابن ماجة وابن ابی الدنیا والحاکم وصححه والبیهقی کذا فی الدر والحصن الحصین قلت قال الحاکم صحیح الاسناد ولم یخرجاه واقره علیه الذهبی ورقم له فی الجامع الصغیر بالصحة واخرجه احمد عن معاذ بن جبل کذا فی الدر وفیه ایضًا بروایة احمد والترمذی والبیهقی عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَیُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ الذَّاکِرُوْنَ اللّٰهَ کَثِیْرًا قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِیْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَالَ لَوْضَرَبَ بِسَیْفِهٖ فِی الْکُفَّارِ وَالْمُشْرِکِیْنَ حَتّٰی یَنْکَسِرَ وَیَخْتَضِبَ دَمًا لَکَانَ الذَّاکِرُوْنَ اللّٰهَ اَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً)

(৩) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস বলিয়া দিব না যাহা সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট সবচাইতে পবিত্র, তোমাদের মর্তবাকে অনেক বেশী বুলন্দকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা–রূপা খরচ করা হইতেও বেশী দামী এবং জেহাদের ময়দানে তোমরা দুশমনকে কতল কর আর দুশমন তোমাদেরকে কতল করে ইহা হইতেও বেশী উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, উহা হইল আল্লাহর যিকির।

(দুররে মানসূর, হিসনে হাসীন ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, আহমদ)

ফায়দা ঃ ইহা সাধারণ অবস্থা ও সব সময়ের জন্য বলা হইয়াছে।